CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-95 ■ 4 January, 2026 ■ আগরতলা ৪ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৯ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিস্ফোরণে কাঁপল কারাকাস, ট্রাম্পের দাবি

সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন বাহিনী, ভেনেজুয়েলায় চরম অস্থিরতা

কারাকাস, ৩ জানুয়ারি ।। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে মার্কিন বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ভোরে রাজধানী কারাকাসে একাধিক বিস্ফোরণের পর এই দাবি সামনে আসে, যা দেশজুড়ে তীব্র অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।

ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র "বৃহৎ পরিসরের সামরিক অভিযান" চালিয়েছে এবং সেই অভিযানে মাদুরো দম্পতিকে আটক করে দেশটির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই অভিযান মার্কিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে।

মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে সিবিএস নিউজ জানায়, ডেল্টা ফোর্সের সদস্যরা মাদুরোকে গ্রেপ্তার করেছেন। তবে স্বাধীন কোনো সূত্র থেকে এ খবর নিশ্চিত করা যায়নি। ভেনিজুয়েলা সরকারও ট্রাম্পের দাবি সরাসরি অস্বীকার করেছে।

এদিকে, মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানান, নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে 'নার্কো-টেররিজম ষড়যন্ত্র' ও 'কোকেন আমদানি ষড়যন্ত্র'। বন্ডি বলেন, তাঁরা শিগগিরই মার্কিন আদালতে বিচারের মুখোমুখি হবেন।

ভেনিজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মাদুরোর "প্রুফ অব লাইফ" দাবি করেছেন। টেলিফোনে ভেনিজুয়েলার টেলিভিশনে তিনি জানান, মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সরকার নিশ্চিত নয়।

মাদুরোর গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভেনিজুয়েলার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ একটি ভিডিও বার্তায় দেশজুড়ে সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এটি ভেনিজুয়েলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আগ্রাসন। তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যদিও মাদুরোর গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু বলেননি।

শনিবার ভোরে কারাকাসে অন্তত সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিভিন্ন এলাকায় আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেছে। জানা গেছে, কম উচ্চতায় উড়তে থাকা বিমান ও বিস্ফোরণের ফলে শহরের অনেক অংশ কেঁপে ওঠে। লা কালেটা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সার্বভৌমত্বের চরম লঙ্ঘন ঃ রাশিয়া

মস্কো, ৩ জানুয়ারি ।। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের ঘটনাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের 'চরম লঙ্ঘন' বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়া। শনিবার রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের 'আগ্রাসী পদক্ষেপের' মাধ্যমে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে জোরপূর্বক দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার খবর নিয়ে তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

রুশ বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতির অবিলম্বে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যদি এই ধরনের ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকে, তবে তা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের চরম ও অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন। আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম মূল নীতি হল সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপের পক্ষে যে যুক্তিগুলি তুলে ধরা হচ্ছে, সেগুলি টেকসই নয়। বাস্তববাদী কূটনীতির উপর আদর্শগত বৈরিতা প্রাধান্য পেয়েছে।

যদিও ওই বিবৃতিতে সরাসরি নিকোলাস মাদুরোর নাম উল্লেখ করা হয়নি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে শনিবার ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানের সময় মাদুরোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাশিয়া জানিয়েছে, তারা ভেনেজুয়েলার জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে এবং এখন পর্যন্ত মার্কিন হামলায় কোনও রুশ নাগরিক আহত হওয়ার খবর নেই।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আমেরিকায় রাশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ভেনেজুয়েলা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতিতে কারাকাসকে সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে এখনই বিরত থেকেছে ক্রেমলিন। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচার ও ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাদুরোর উপর চাপ বাড়ানোর পর এই অভিযান চালানো হয়েছে।

নারকীয় ঘটনা

উত্তরপ্রদেশে ৬ বছরের শিশুকে গণধর্ষণের পর ছাঁদ থেকে নিক্ষেপ

এনকাউন্টারে জখম ২ অভিযুক্ত

বুলন্দশহর, ৩ জানুয়ারি ।। নতুন বছরের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে ঘটে গেল এক শিউরে ওঠা নৃশংস ঘটনা। ৬ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে প্রমাণ লোপাটের জন্য তাকে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের আগে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে (এনকাউন্টার) দুই অভিযুক্তই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২ জানুয়ারি গভীর রাতে বুলন্দশহরের সেকেন্দ্রাবাদ থানা এলাকায় এই পাশবিক ঘটনাটি ঘটে। শিশুটির বাবা থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানান, তাঁদের বাড়িতেই ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতো রাজু এবং বীরু কাশ্যপ নামে দুই যুবক। ঘটনার সময় শিশুটি বাড়ির ছাদে খেলা করছিল। বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হলে বাড়ির পিছনের একটি ক্ষেত থেকে রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়।

দ্রুত তাকে স্থানীয় সেকেন্দ্রাবাদ কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ উঠেছে, দুই অভিযুক্ত শিশুটিকে গণধর্ষণ করার পর তাদের পরিচয় গোপন করতে তাকে ছাদ থেকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেয়।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বুলন্দশহরের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে তিনটি বিশেষ টিম গঠন করেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ জানতে পারে যে, অভিযুক্তরা একটি নির্মীয়মাণ কলোনিতে লুকিয়ে আছে। পুলিশ ওই এলাকা ঘিরে ফেললে অভিযুক্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে রাজু ও বীরু দুই অভিযুক্তই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। বর্তমানে তারা পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর নির্দিষ্ট ধারা এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার অধিকতর তদন্ত চলছে।

শীতের প্রকোপে স্কুল ছুটির বিষয়ে

আবহাওয়া দফতরের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ।। আবহাওয়া দপ্তরের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজ রাজ্যের স্কুলগুলোতে শীতের ছুটির বিষয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, শীতে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে যাওয়ায় এডিসি (স্বশাসিত জেলা পরিষদ) এলাকার সমস্ত স্কুল আজ থেকে আগামী ১৩ই জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার স্কুলগুলির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা: মানিক সাহা জানান, বিষয়টি তাঁর গোচরে এসেছে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আবহাওয়া দপ্তরের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শীতের প্রকোপ যদি আরও বাড়ে এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা নিচে নেমে যায়, সেক্ষেত্রে রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতেও ছুটি ঘোষণা করা হতে পারে। তবে একসঙ্গে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি যাতে না হয়, সেই বিষয়টিও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

তিনি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রসেনজিতের মৃত্যুর ঘটনায় ৫ অভিযুক্তের জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ জানুয়ারি।। প্রসেনজিৎ হত্যাকাণ্ডে ন্যায়বিচারের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এল। শনিবার ধর্মনগরের মাননীয় আদালত মামলার পাঁচ অভিযুক্তের জামিন আবেদন খারিজ করে দেন। একই সঙ্গে আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের বিচারাধীন অবস্থায় বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আজকের দিনসহ অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে মোট তিনবার জামিনের আবেদন জানানো হয়। তবে মামলার গুরুত্ব, ঘটনার গুরুতরতা এবং প্রাথমিক তদন্তের স্বার্থে প্রতিবারই আদালত সেই আবেদন নাকচ করেন।

আজ প্রসেনজিতের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী শঙ্কর লোদ। তাঁর সঙ্গে সহকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবদাস বক্সি। অপরদিকে, প্রসিকিউশনের তরফে প্রয়োজনীয় নথি ও যুক্তি পেশ করে অভিযুক্তদের জামিনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। আদালতের এই সিদ্ধান্তে প্রসেনজিতের পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছে। পরিবারের সদস্যরা জানান, এই রায়ে তাঁরা সন্তুষ্ট এবং আশা প্রকাশ করেন যে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থার কথাও জানান তাঁরা।

উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় উত্তেজনা ও প্রতিবাদের আবহ তৈরি হয়েছে। আদালতের আজকের এই সিদ্ধান্ত ন্যায়বিচারের দাবিতে চলা আন্দোলনে নতুন করে আশার আলো ও মনোবল জুগিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সাবিত্রী বাই ফুলের ঃ প্রধানমন্ত্রী

দিল্লি, ৩ জানুয়ারী ।। শনিবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক সংস্কারক সাভিত্রীবাই ফুলেকে তার জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অসীম অবদান সমাজে পরিবর্তন আনার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সাভিত্রীবাই ফুলে, একজন কবি এবং সামাজিক সংস্কারক, আধুনিক ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। ১৮৩১ সালে জন্মগ্রহণ করা সাভিত্রীবাই মাত্র ১০ বছর বয়সে সমাজকর্মী জ্যোতিরাও ফুলেকে বিয়ে করেন।

তিনি ও তাঁর স্বামী জ্যোতিরাও ফুলি মিলে মহারাষ্ট্রে মহিলাদের অধিকার ও শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা এখনও ভারতের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলিকে প্রভাবিত করে।

একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, "সাভিত্রীবাই ফুলের জন্মদিনে, আমরা এক বিশাল নেত্রীকে স্মরণ করি যাঁর জীবন সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষা ও সেবায় নিবেদিত ছিল। তিনি সমতা, ন্যায় এবং সহানুভূতির মূলনীতি মেনে চলতেন।"

তিনি আরও বলেন, "তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য তিনি একে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি দুর্বলদের জন্য যে সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়।"

এছাড়া, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও সাভিত্রীবাই ফুলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নারী শিক্ষা এবং সামাজিক সংস্কারের অগ্রদূত সাভিত্রীবাই ফুলের জন্মদিনে, আমি তাঁকে কোটি কোটি সালাম জানাচ্ছি। সাভিত্রীবাই ফুলি মহিলাদের শিক্ষা অধিকারকে সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

তিনি আরও বলেন, "সামাজিক অসামান্যতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি দেশের প্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সমাজকে সংস্কারের পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক জীবন জাতি গঠনের জন্য চিরকাল পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।"

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রদ্ধায় স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। সমাজ সংস্কারক, নারী শিক্ষার অগ্রদূত ও দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা সাবিত্রীবাই জ্যোতিরাও ফুলের জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আজ আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আশিস কুমার সাহা, মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সাবিত্রীবাই ফুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে। এরপর তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আশিস কুমার সাহা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক কুসংস্কার, জাতিভেদ ও নারী অবদমনের বিরুদ্ধে যে সাহসী লড়াই সাবিত্রীবাই ফুলে শুরু করেছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কালীপূজার দশমী ঘিরে উত্তপ্ত প্রতাপগড়, শাসক দলের কার্যালয়ে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। কালীপূজার দশমীকে কেন্দ্র করে গতকাল গভীর রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল প্রতাপগড় এলাকা। অভিযোগ, শাসকদল বিজেপির পার্টি অফিসে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ওই ঘটনায় পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতাপগড় ব্রিজ সংলগ্ন ৩১ নম্বর বিধানসভা এলাকার কালীপূজো করা হয়েছিল। গতকাল দশমীকে কেন্দ্র করেই বিজেপি পার্টি অফিসে আচমকাই হামলা চালানো হয়। দুষ্কৃতীরা অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছিঁড়ে ফেলে। অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা বেশ কয়েকটি বাইকও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নেতৃত্বের নীরবতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম থেকেও বড় শত্রু ড্রাগস

রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। বর্তমানে আমাদের সবথেকে বড় শত্রু ড্রাগস। এটি সিপিআইএম থেকেই বড় শত্রু। আজ বনমালীপুরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী সুপার ইসিবিসি ভবনের ভূমিপূজায় অংশগ্রহণ করে ড্রাগস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে গিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন, এখন অভাবে কেউ মরে না, বর্তমানে সব থেকে বড় শত্রু ড্রাগস। এরা সিপিআইএম থেকেও বড় শত্রু। সিপিআইএম বিপদজনক বটে, তবে ড্রাগস সিপিআইএম থেকেও বিপদজনক এবং ভয়ংকর। শুধুমাত্র ড্রাগস থেকে সচেতন থাকতে হবে। এছাড়া আর কোন চিন্তা নেই বলেই দাবি করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ড্রাগসের সঙ্গে বিরোধীদের তুলনা করে মন্ত্রীর এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়াও মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড নদী থেকে হাইড্রোকাইনেটিক টার্বাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ।। নাবালিকা ধর্ষনের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকায় বাইখোড়া থানায় জোলাইবাড়ীর এক নাবালিকা মেয়ে ধর্ষনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা হাতে পেয়ে কিছু সময়ের মধ্যে ধর্ষন কান্ডের সঙ্গে জড়িত পশ্চিম জোলাইবাড়ীর বাসিন্দা বিকাশ নমঃ (৩৬) নামে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বাইখোড়া থানার পুলিশ।

এইবিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু দাস জানান এই ধর্ষন মামলা নিয়ে বাইখোড়া থানায় ১ নাম্বার কেইসে ৬৫-১ / ৩৫১-১ বিএনএস পক্সো এক্টে মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়। জানা যায় এই ধর্ষন কান্ডে অভিযুক্তের স্ত্রী ও একটি সন্তান রয়েছে। অভিযুক্ত বিকাশ নমঃ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রিক্সা চালকের উপর হামলা

প্রতিবাদে থানা ঘেরাও সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর রামনগর নিবেদিতা ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এক রিকশা চালকের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। আক্রান্ত রিকশা চালকের নাম দিদার হোসেন (৬০)। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় একদল দুষ্কৃতী তার উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার আগরতলা শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পশ্চিম আগরতলা থানা ঘেরাও করা হয় এবং তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রতন দাস, সিপিআইএম পশ্চিম

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যুবতীকে শ্লীলতাহানি, গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ জানুয়ারি।। সন্ধ্যারাতে যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয়রা।

সন্ধ্যারাতে এক যুবতীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করায় চরম ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে শনিবার সন্ধ্যায় টায়ার জ্বালিয়ে চুরাইবাড়ি—কদমতলা মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী।

ঘটনাটি ঘটে কদমতলা ব্লকের চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়, নির্যাতিতার বাড়ির সামনে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায় ওই এলাকার এক মনিপুরি যুবতী গৃহশিক্ষিকার কাজ সেরে বাড়ি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 04-01-2026, 00:29

জাগরণ আগরতলা, ৪ জানুয়ারি,২০২৬ইং
১৯ পৌষ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বদলাইয়া গিয়াছে হিংসার পদ্ধতি

২০২৫ সালে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিলেও ধর্মভিত্তিক হিংসা ও বৈষম্য আরও গভীর ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়াছে, এমনই দাবি করিয়াছে নাগরিক সমাজ সংগঠন সেন্টার ফর স্টাডি অব সোসাইটি অ্যান্ড সেকুলারিজম -এ প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, ২০২৫ সালে দেশে মোট ২৮টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়াছে, যেখানে ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫৯। অর্থাৎ এক বছরে দাঙ্গার ঘটনা প্রায় ৫২ শতাংশ কমিয়াছে। এই দাঙ্গাগুলিতে চার জন নিহত এবং অন্তত ৩৬০ জন আহত

হইয়াছেন। তবে দাঙ্গার সংখ্যা কমিলেও জনতার হাতে হিংসা বা মব ভায়োলেন্স কমেনি। ২০২৫ সালে মব হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত হইয়াছে ১৪টি, যাহাতে আট জনের মৃত্যু হইয়াছে। আগের বছর ১৩টি ঘটনায় প্রাণ গিয়াছিল ১১ জনের। এই পরিসংখ্যান দেখায় যে প্রকাশ্য দাঙ্গা কিছুটা কমিলেও পরিচয়ভিত্তিক হিংসা সমাজের ভেতরে অন্য রূপে টিকিয়া রহিয়াছে। সংস্থাটির বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এখন আর কেবল রাস্তার দাঙ্গার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য, জনপরিসর থেকে তাহাদের সংস্কৃতির ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া, ঘৃণামূলক ভাষণের বিস্তার এবং হিন্দুত্ববাদী উগ্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কার্যত দায়মুক্তির পরিবেশ তৈরি

হইতেছে। একই সঙ্গে জনপরিসরে হিন্দু ধর্মীয় উৎসব, প্রতীক ও আচার-অনুশীলনের অতিরিক্ত ও আক্রমণাত্মক উপস্থিতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে আরও জোরদার করছে বলিয়া রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে।রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে মহারাষ্ট্রে মোট সাতটি। পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাটে চারটি করে, মধ্যপ্রদেশে তিনটি এবং উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম ও উত্তরাখণ্ডে দু'টি করিয়া দাঙ্গা ঘটিয়াছে। বিহার ও ওড়িশায় একটি করে ঘটনা নথিভুক্ত হইয়াছে। মোট দাঙ্গার প্রায় ৪০ শতাংশ ঘটিয়াছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে হইয়াছে ৩৭ শতাংশ এবং উত্তর ভারতে ২৫ শতাংশ দাঙ্গা। দক্ষিণ ভারতে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর নেই।

২৮টি দাঙ্গার মধ্যে ন'টি ঘটিয়াছে ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও উৎসব ঘিরিয়া। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে রাম নবমীর শোভাযাত্রা, মধ্যপ্রদেশে হনুমান জয়ন্তী, অসমে ঈদ উদযাপন এবং গুজরাটে গরবা অনুষ্ঠানের সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিয়াছে। এছাড়া ওয়াক্ফ সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলন ঘিরিয়াও একাধিক জায়গায় হিংসা ছড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এমনই এক ঘটনায় এক হিন্দু বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়।রিপোর্টে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। যেখানে সাম্প্রদায়িক হিংসায় হিন্দুরা ভুক্তভোগী হইয়াছেন, সেখানে দ্রুত বিচার ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা গেলেও মুসলিম ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে সেই একই রকম তৎপরতা চোখে পড়ে না। বিশেষ করিয়া বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে প্রশাসন প্রায়শই হিন্দু দাঙ্গাকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়াছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ও কঠোর পুলিশি ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক বিবৃতি ও একাংশের মিডিয়া প্রচারে প্রায়শই মুসলিমদের 'মাস্টারমাইন্ড' বা 'কিংপিন' হিসেবে চিহ্নিত করিবার প্রবণতা দেখা গিয়াছে বলিয়াও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। এর জেরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বেশি গ্রেপ্তার, কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দমনমূলক পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।২০২৫ সালে খ্রিস্টানদের উপর হামলার ঘটনাও বিশেষ উদ্বেগের বিষয় বলিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে। বড়দিন ঘিরিয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে হামলা হইয়াছে, তাহা আগের বছরের তুলনায় বেশি সংগঠিত ও আক্রমণাত্মক। ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর পর্যন্ত দেশে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ৭০৬টি হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত হইয়াছে, যাহার বেশির ভাগই ধর্মান্তর বিরোধী প্রচারের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করিয়া ছত্তীসগড়ের মতো আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টানদের কবর দেওয়ার অধিকার অস্বীকার করিবার ঘটনাকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছে।নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ, দায়বদ্ধ প্রশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও আইনের শাসন রক্ষা করা সম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বড় মাপের দাঙ্গা কমিলেও হিংসা এখন অনেক বেশি পদ্ধতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়াছে। বড় দাঙ্গার বদলে এখন ছোট ছোট গোষ্ঠী বা ভিড় দ্বারা আক্রমণের ঘটনা ঘটিতেছে। ২০২৫ সালে মব ভায়োলেন্সের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়িয়াছে।ঘরবাড়ি বা স্থাপনা ভাঙিয়া ফেলিবার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করিবার অভিযোগ উঠিয়াছে, যাকে অনেকেই "বিচার-বহির্ভূত শাস্তি" হিসেবে দেখছেন।

সরাসরি শারীরিক হিংসার চেয়ে সমাজমাধ্যমে বা জনসভায় ঘৃণা ছড়ানোর প্রবণতা বাড়িয়াছে, যাহা সমাজে দীর্ঘমেয়াদী বিভাজন তৈরি করছে।

ধর্মীয় উৎসব বা শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া ছোটখাটো উত্তেজনা ছড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটে সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খবর পাওয়া গিয়াছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে এই ধরনের বড় কোনো দাঙ্গার খবর পাওয়া যায়নি।সহজ কথায়, বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়তো পুলিশের কড়া নজরদারিতে কমিয়াছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং ছোট ছোট সংঘাতের রূপ নিয়া তাহা আজও টিকিয়া আছে।

বেকারত্বের বেড়াজালে বর্তমান যুবসমাজ

সুভাষচন্দ্র বাগ

একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও তথাকথিত উন্নয়নমুখী সমাজব্যবস্থায় দাঁড়িয়েও আজকের যুবসমাজ এক গভীর অনিশ্চয়তার সংকটে আবদ্ধ। শিক্ষা, দক্ষতা ও স্বপ্ন নিয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রজন্ম ধীরে ধীরে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে বেকারত্বের কঠিন বেড়াজালে। জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম, উদ্যমী ও সম্ভাবনাময় সময়ে দাঁড়িয়েও আজ লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী কর্মহীনতার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে। এই সমস্যা কেবল অর্থনৈতিক নয়-এটি সামাজিক, মানসিক ও জাতীয় অগ্রগতির পথের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

আজকের দিনে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে, ডিগ্রিধারীর সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। ফলে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। যে তরুণরা একসময় পরিবার ও সমাজের আশার আলো ছিল, তারা আজ সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি ও অনলাইন পোর্টালে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি স্থায়ী কাজের আশায়। চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেলেই লক্ষাধিক আবেদন জমা পড়ে, যা থেকে স্পষ্ট হয় সমস্যার গভীরতা।

বেকারত্বের প্রভাব শুধুমাত্র আর্থিক অভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কর্মহীনতা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস, মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষয় করে দেয়। অনেক তরুণ হতাশা, অবসাদ ও আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করে। পরিবারের উপর নির্ভরশীল থাকা, সমাজে নিজেকে ব্যর্থ মনে করার অনুভূতি তাদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই মানসিক চাপে অনেক সময় তরুণরা ভুল পথে পা বাড়ায়, অপরাধ ও নেশার মতো সামাজিক ব্যাধিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাও এই সংকটের জন্য অনেকাংশে দায়ী। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনও পরীক্ষানির্ভর ও তত্ত্বভিত্তিক পাঠ্যক্রমে আবদ্ধ, যেখানে বাস্তবমুখী দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র দুর্বল। ফলস্বরূপ ডিগ্রি থাকলেও বহু তরুণ চাকরির উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে এই ব্যবধানই আজ বেকারত্বের অন্যতম মূল কারণ।

শহর ও গ্রামের মধ্যেও বেকারত্বের প্রভাব ভিন্নভাবে দেখা যায়। শহরে যেখানে প্রতিযোগিতা বেশি, সেখানে

গ্রামে সুযোগের অভাব আরও প্রকট। গ্রামীণ যুবসমাজ কৃষিনির্ভর জীবিকা ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে, কিন্তু শহরও তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এর ফলে বস্তি সম্প্রসারণ, অনিয়মিত শ্রম ও অনিশ্চিত জীবিকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সরকারি নীতি ও কর্মসংস্থান প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও বাস্তব প্রয়োগে নানা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, স্টার্টআপ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তার সুফল সব যুবকের কাছে পৌঁছচ্ছে না। তথ্যের অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা ও দুর্নীতির কারণে অনেক প্রকল্প কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে যুবসমাজের হতাশা শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নেই, তা ধীরে ধীরে সামাজিক অসন্তোষে রূপ নিচ্ছে। আন্দোলন, প্রতিবাদ ও ক্ষোভের প্রকাশ বাড়ছে। কর্মসংস্থানহীন এক প্রজন্ম দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে এই অন্ধকার পরিস্থিতির মধ্যেও আশার আলো আছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অনেক তরুণ নতুন ধরনের কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পাচ্ছে। ই-কমার্স, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, ডিজিটাল মার্কেটিং, সফটওয়্যার পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ পেলে যুবসমাজ নিজেরাই কর্মসংস্থানের স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে।

এই সংকট মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পায়ন ও স্বনির্ভর প্রকল্পের বিস্তার অপরিহার্য। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

বেকারত্বের বেড়াজাল থেকে যুবসমাজকে মুক্ত করতে হলে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার- তিন পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। আজকের যুবকরাই আগামী দিনের নির্মাতা। তাদের শক্তি ও সম্ভাবনাকে যদি কর্মসংস্থানের সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, তবে বেকারত্বের অন্ধকার কাটিয়ে একটি আত্মনির্ভর, শক্তিশালী ও উন্নত জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এই বেকারত্বের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব শুধু বর্তমান প্রজন্মেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনবোধ ও স্বপ্নকেও প্রভাবিত করছে। আজ যে তরুণ কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, আগামী দিনে তার সন্তানদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করার সামর্থ্যও ক্ষীণ হয়ে পড়বে। এর ফলে একটি দারিদ্র্যচক্র তৈরি হচ্ছে, যা সমাজের নিম্নস্তরে আটকে থাকা মানুষদের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এই চক্র ভাঙতে না পারলে জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বেকারত্বের কারণে গ্রাম থেকে শহরে যে অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন বাড়ছে, তা শহরের পরিকাঠামোর উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। আবাসন সংকট, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ শহুরে জীবনের মান ক্রমশ অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এতে করে সামাজিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠছে এবং শহর ও গ্রামের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে।

নারী-যুবসমাজের ক্ষেত্রে বেকারত্বের প্রভাব আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। বহু শিক্ষিত তরুণী শুধুমাত্র নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও উপযুক্ত সুযোগের অভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছেন না। সামাজিক রক্ষণশীলতা, যাতায়াতের অসুবিধা ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য তাদের পিছিয়ে রাখছে। ফলে জাতির অর্ধেক শক্তি কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যাচ্ছে, যা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি বড় অন্তরায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বাজারও আজ একটি নতুন ধরনের বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। কোচিং সেন্টার, গাইডবুক, অনলাইন কোর্স- সব মিলিয়ে এক বিশাল শিল্প গড়ে উঠেছে, যেখানে হাজার হাজার তরুণ শেষ সঞ্চয় দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে চাকরির সংখ্যা সীমিত থাকায় অধিকাংশই বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে। এতে করে হতাশা ও আত্মগ্লানি আরও গভীর হচ্ছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দক্ষতা ও শ্রমের মূল্যহ্রাস। অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কাজ, গিগ ইকোনমি ও দৈনিক মজুরির উপর নির্ভরতা যুবসমাজকে স্থায়ী নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। স্থায়ী চাকরির অভাব তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, যেমন- বিবাহ, বাড়ি কেনা, সন্তানের শিক্ষা-এসবকে অনিশ্চিত করে তুলছে।

গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবে শহরমুখী চাপ অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন গ্রামীণ যুবসমাজের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, বেকারত্ব কেবল একটি পরিসংখ্যানগত সমস্যা নয়- এটি একটি নীরব সামাজিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগের সবচেয়ে বড় শিকার আজকের যুবসমাজ। যদি এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তবে এই প্রজন্মের হতাশা আগামী দিনের জাতীয় উন্নয়নের পথে এক ভয়ংকর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই সময় এসেছে কথার বাইরে এসে বাস্তব কর্মসূচির মাধ্যমে যুবসমাজকে কর্মের মর্যাদা ও জীবনের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পারমাণবিক ফিউশন: পরবর্তী জ্বালানি বিপ্লব

অভিষেক বসাক

মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাস মূলত শক্তির ইতিহাস। আগুনের ব্যবহার, এরপর কয়লানির্ভর শিল্পযুগ, তেল-গ্যাসভিত্তিক আধুনিকতা আর পরমাণু ফিশনপ্রতিটি নতুন শক্তির উৎস মানবজাতিকে প্রযুক্তি ও অর্থনীতির নতুন স্তরে নিয়ে গেছে। কিন্তু একবিংশ শতকে এসে পৃথিবী শক্তির চাহিদার তুলনায় অস্বস্তিকর সংকটে পড়ে গেছে। জীবাশ্ম জ্বালানি দ্রুত নিঃশেষ হচ্ছে এবং এর ব্যবহার পরিবেশকে করছে বিপর্যস্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়া মিলিয়ে এখন পরিষ্কার, নিরাপদ ও দীর্ঘমেয়াদি একটি জ্বালানি উৎসের প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের মতো স্পষ্ট।

এই প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানীরা ফিরেছেন সূর্যের দিকে। সূর্যের ভেতরে যে প্রক্রিয়ায় অপরিমেয় শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই পারমাণবিক ফিউশনকেই তাঁরা দেখছেন ভবিষ্যতের সমাধান হিসেবে। ফিউশনে হাইড্রোজেনের দুটি সমস্থানিক বা আইসোটোপ একীভূত হয়ে শক্তি তৈরি করে। সেগুলো হলো ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম। এই বিক্রিয়ায় কোনো কার্বন নিঃসরণ নেই, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য প্রায় নেই বললেই চলে। আর জ্বালানি হিসেবে যে ডিউটেরিয়াম লাগে, তা প্রায় অসীম পরিমাণে রয়েছে পৃথিবীর সমুদ্রজলে। মাত্র এক লিটার সমুদ্রের পানিতে এমন পরিমাণ ডিউটেরিয়াম থাকে, যা থেকে উৎপন্ন শক্তি দিয়ে একজন মানুষের সারা জীবনের বিদ্যুৎচাহিদা মেটানো সম্ভব।

কিন্তু সমস্যাও কম নয়। সূর্যের ভেতরে যে তাপমাত্রা, অর্থাৎ ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস, তা পৃথিবীতে ফিউশন ঘটাতে যথেষ্ট নয়। গবেষণাগারে ফিউশনের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। অর্থাৎ সূর্যের চেয়েও সাত-আট গুণ বেশি উত্তাপ। এ অবস্থায় পদার্থ প্লাজমা নামে এক চরম উত্তপ্ত অবস্থায় পৌঁছায়, যাকে আমরা বলি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। কোনো ধাতব পাত্রে এমন প্লাজমা রাখা সম্ভব নয়। ছোঁয়া মাত্রই সেটি গলে বা বাষ্প হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞানীরা প্লাজমাকে ধরে রাখতে বেছে নিয়েছেন চৌম্বকক্ষেত্র। এই চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে প্লাজমাকে ডোনাটের মতো দেখতে একটি চেম্বারে আটকে রাখা হয়, যাতে তা দেয়ালে স্পর্শ না করে শূন্যে ভেসে স্থিরভাবে ঘুরতে পারে। এই চেম্বারটির নাম টোকামাক। এর জন্ম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে পঞ্চাশের দশকে।

টোকামাক প্রযুক্তির ধারণাগত ভিত্তি তৈরি হয় আরও আগেই। তবে রুশ বিজ্ঞানী আন্দ্রে শাখারভ ও ইগর তামের কাজ একে পরিপূর্ণ রূপ দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টোকামাক হয়ে ওঠে ফিউশন গবেষণার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। কারণ এটি প্লাজমাকে সবচেয়ে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীল রাখতে পারে। টোকামাকে দুটি প্রধান চৌম্বকক্ষেত্রটরয়ডাল ও পোলয়ডালএকসঙ্গে কাজ করে স্ক্রুর মতো প্যাঁচানো আকৃতির বলয় তৈরি করে। এই বলয়ের মাঝে প্লাজমা ঘুরতে থাকে। আর বাইরের শক্তি দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করা হয়। যেমন ওহমিক হিটিং, রেডিও তরঙ্গ এবং নিউট্রাল রশ্মি প্রবেশের মাধ্যমে।

ফিউশনকে বাস্তবে কাজে লাগাতে হলে শুধু উচ্চ তাপমাত্রা নয়, দীর্ঘ সময় ধরে প্লাজমা ধরে রাখার ক্ষমতাও জরুরি। কারণ একটি বাণিজ্যিক চুল্লি দিনে ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে, এটাই লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাই দীর্ঘ স্পন্দনের টোকামাক প্রযুক্তির দিকে এগোচ্ছে। চীনের ইস্ট টোকামাক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে। ২০২৫ সালে তারা প্রায় ১ হাজার ৬৬ সেকেন্ড ধরে উচ্চ তাপমাত্রার প্লাজমা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এটি কেবল একটি গবেষণাগারের সাফল্য নয়, ভবিষ্যতের শিল্পমানের ফিউশন চুল্লির সম্ভাবনার প্রতীক। ইস্ট উচ্চতাপমাত্রা অতিপরিবাহী চুম্বক ব্যবহার করে, যা কম খরচে বেশি ও স্থিতিশীল শক্তি দিতে পারে। ইউরোপে ফ্রান্সের ওয়েস্ট টোকামাকও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখিয়েছে। ওয়েস্ট সম্প্রতি ১ হাজার ৩৩৭ সেকেন্ড ধরে প্লাজমা ধরে রেখে নতুন এক রেকর্ড তৈরি করেছে। এই পরীক্ষা শুধু প্লাজমার স্থায়িত্ব নয়, চুল্লির ভেতরের উপাদান, বিশেষত ডাইভার্টরগুলোর সহনশীলতাও যাচাই করে। একই সময়ে ইউরোপ-জাপান যৌথ প্রকল্প জেটি-৬০এসএ বিশ্বব্যাপী কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। এটি আইটিইআর-এর আগে সবচেয়ে উন্নত টোকামাক হিসেবে বিবেচিত। ভবিষ্যতে যে ডেমো নামে প্রথম শিল্পমানের ফিউশন চুল্লি তৈরি হবে, তার নকশা জেটি-৬০এসএর তথ্যকে ভিত্তি ধরেই তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফিউশন গবেষণায় বেসরকারি খাতের আগ্রহও দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যের টোকামাক এনার্জি এবং আমেরিকা ও ইউরোপের যৌথ প্রকল্প স্মার্ট ছোট আকারের টোকামাক নিয়ে কাজ করছে। এতে অল্প খরচে উন্নত গবেষণা করা সম্ভব। রাশিয়া টোকামাক প্রযুক্তির জন্মস্থান তথা সূতিকাগার হিসেবে আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে রাশিয়ার সবচেয়ে উন্নত টোকামাক হলো টি-১৫এমডি। এটি ২০২৩ সালে প্রথম প্লাজমা উৎপাদনের পর এখন আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০২৫ সালে এতে ৫০০ কিলো-অ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি কারেন্ট অর্জন করা গেছে। রাশিয়া এখন দীর্ঘ স্পন্দন ক্রিয়া এবং উন্নত দেয়াল-উপাদান নিয়ে কাজ করছে। বিশেষ করে লিথিয়াম প্রলেপযুক্ত দেয়াল প্রযুক্তি প্লাজমার স্থিতিশীলতা এবং তাপ সহনশীলতাও বাড়ায়। রাশিয়ার নতুন প্রকল্প টিআরটি টোকামাকও নজরকাড়া। এখানে লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতাপমাত্রা অতিপরিবাহী ব্যবহার করে তুলনামূলক ছোট ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চুল্লি তৈরি করা। পাশাপাশি রাশিয়ান গবেষকেরা উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল টাংস্টেন-তামা যৌগিক ডাইভার্টর উপাদান তৈরি করছেন, যা চুল্লির সবচেয়ে বেশি তাপপ্রবাহ পাওয়া অংশটির জন্য অপরিহার্য। এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ফিউশন চুল্লির দেয়াল, বিশেষ করে ডাইভার্টরের সর্বোচ্চ উন্নতি করা, যাতে দীর্ঘ সময় প্লাজমার আঘাত সহ্য করতে পারে। মস্কো ইনস্টিটিউট অব ফিজিকস অ্যান্ড টেকনোলজি রাশিয়ায় ফিউশন শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের প্রথম অনলাইন নিয়ন্ত্রিত শিক্ষামূলক টোকামাক মেফিস্ট তৈরি করেছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। তারা ফিউশন চুল্লির দেয়ালে ব্যবহৃত উপাদান তৈরি এবং সেই উপাদানকে তাদের নিজস্ব টোকামাক মেফিস্টে ব্যবহার করছে। এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ফিউশন চুল্লির দেয়াল, বিশেষ করে ডাইভার্টরের সর্বোচ্চ উন্নতি করা, যাতে দীর্ঘ সময় প্লাজমার আঘাত সহ্য করতে পারে।

মেফির প্লাজমা পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ইউরি মিকায়েলোভিচ গ্যাসপারিয়ান বলেছেন, 'আমরা জানি, বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। সেখানে শক্তির চাহিদা অনেক বেশি এবং ভবিষ্যতে তা বাড়বে। তাই দেশের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ফিউশন প্রযুক্তি বিকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি বাংলাদেশকে অবশ্যই ফিউশন শক্তি উন্নয়নের এই বিজয়ের পথে যোগদান করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে মেফি এবং আমাদের বিভাগ বাংলাদেশকে ব্যাপক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি নিজস্ব টোকামাক মেফিস্ট তৈরি করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং গবেষণা পরিচালিত হয়। দূরবর্তী কাজ এখন বিদেশি দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। ফলে বিদেশ থেকে মানুষ আমাদের পরীক্ষাগারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরও উন্নত করার জন্য উন্মুখ।' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফিউশন শক্তি একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সম্ভাবনা। দেশের গ্যাসভান্ডার দ্রুত কমে আসছে এবং আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা অর্থনীতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। ফিউশন শক্তি বাস্তবায়িত হলে এটি হবে কার্যত অসীম জ্বালানির উৎস। বাংলাদেশ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ফিশন প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করছে। এই অভিজ্ঞতা ফিউশন গবেষণায় প্রবেশের ভিত্তি তৈরি করতে পারে। প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান, উপাদানবিজ্ঞান, নিউট্রন প্রযুক্তি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রকৌশলসব মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন খাত তৈরি হবে, যা প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে। ফিউশন শক্তিকে অনেকেই ভবিষ্যতের জ্বালানি বলে মনে করেন। কারণ এটি পরিষ্কার, নিরাপদ এবং সীমাহীন। যদিও এখনো অনেক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে স্থিতিশীল উচ্চ তাপমাত্রার প্লাজমা ধরে রাখা, চুল্লির দেয়ালের সহনশীলতা, অতিপরিবাহী চুম্বকের উন্নয়নের মতো ব্যাপার। তবু বিশ্বের দ্রুত অগ্রগতি দেখিয়ে দিচ্ছে, এই স্বপ্ন খুব দূরে নয়। সম্ভবত আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই প্রথম শিল্পমানের ফিউশন চুল্লি চালু হবে। বাংলাদেশের মতো শক্তি-সংকটাপন্ন দেশগুলোর জন্য এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। বিশ্ব যখন কৃত্রিম সূর্যের দিকে এগোচ্ছে, সেখানে পিছিয়ে থাকা ভবিষ্যতের জন্য বিরাট ক্ষতি হতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

3-1-26.pmd 1 03-01-2026, 23:30

শনিবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে সবরমতি ফুলের জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নিউ দিল্লিতে 'দ্য লাইট অ্যান্ড দ্য লোটাস' শিরোনামে পিপরাহ্বা রিলিকস প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারী : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নিউ দিল্লির রাই পিথোরা কালচারাল কমপ্লেক্সে 'দ্য লাইট অ্যান্ড দ্য লোটাস: রিলিকস অব দ্য আউকেনড ওয়ান' শিরোনামে ভগবান বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত পিপরাহ্বা রিলিকসের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শনীর বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন, যা ভগবান বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত।

১৮৯৮ সালে আবিষ্কৃত পিপরাহ্বা রিলিকস প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মের পুরাতাত্ত্বিক অধ্যয়নে একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে। এগুলি হলো ভগবান বুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রিলিক ডিপোজিট। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী, পিপরাহ্বা সাইটটি প্রাচীন কপিলবস্তু স্থানটির সাথে সম্পর্কিত, যা সাধারণত ভগবান বুদ্ধের প্রাথমিক জীবন কাটানোর জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাঁর ত্যাগের আগে।এই প্রদর্শনীতে, প্রথমবারের মতো, পিপরাহ্বা রিলিকসকে পুনঃপ্রত্যর্পণ করা হয়েছে, যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর পিপরাহ্বা থেকে ফিরে এসেছে এবং বর্তমানে ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নিউ দিল্লি এবং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলকাতার সংগ্রহে সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রদর্শনীটি ভারতের ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা এবং তার সাথে সম্পর্কিত গভীর ও চলমান সভ্যতাগত সম্পর্ককে তুলে ধরে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভারতের সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। সম্প্রতি এই রিলিকসগুলির পুনঃপ্রত্যর্পণ সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং উদ্ভাবনী জন-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

জাতীয় ক্যাডেট কোর্পস-র ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস ক্যাম্পে ২৪০৬ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করবে

নয়াদিল্লী, ৩ জানুয়ারি: জাতীয় ক্যাডেট কোর্পস (এনসিসি)-এর প্রজাতন্ত্র দিবস ক্যাম্প ২০২৬-এ দেশব্যাপী ২৪০৬ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করবে, যার মধ্যে ৮৯৮ জন মেয়ে ক্যাডেট রয়েছে। গত বছরের তুলনায় বিভিন্ন রাজ্যে মেয়ে ক্যাডেটের সংখ্যা বেড়েছে। এই বছরের ক্যাম্প গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে।

আজ নতুন দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্সে এনসিসি-র ডিরেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিরেন্দ্র ভাট জানান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ থেকে ১২৭ জন ক্যাডেট এবং উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে ১৩১ জন ক্যাডেট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করছে। তিনি আরও জানান, ২৫টি বন্ধুপ্রতিম বিদেশী দেশ থেকেও ক্যাডেটরা যুব আদান-প্রদান কর্মসূচির আওতায় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের সময়, ক্যাডেটরা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে ফায়ারিং এবং মার্চিং। এই সবকিছু প্রধানমন্ত্রীর র‍্যালি-এর মাধ্যমে ২৮ জানুয়ারি শেষ হবে।

এনসিসির শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাট বলেন, এনসিসি ক্যাডেটের সংখ্যা গত বছর ১৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০ লক্ষ-এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে ৪০ শতাংশ মেয়ে ক্যাডেট। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ৭৫ হাজার ক্যাডেট অপারেশন

PNIeT No: 84/EE/CCD/PWD/ 2025-26, Dated, 02/01/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Maintenance of Government residential building during the year 2025-26/ SH:- Maintenance of Circuit House, Agartala. (Gr.-II) The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 80/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost:: 9,00,157.00, Earnest Money: 18,003.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days
Last date & time for online Bidding: 12/01/2026 upto 3:00 PM
ICA/C 3709/25

Executive Engineer (B. Das) Capital Complex Division, PWD(Buildings) Agartala, West Tripura.

অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref. East Agartala PS UD case No. 2026 EAG 001/ 194 BNSS.

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, এবং পরনে ছিল হাফ প্যান্ট এবং ফুল শার্ট। গত ৩১-১২-২০২৫ ইং অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ০১-০১-২০২৬ ইং সকাল আনুমানিক ৮ টা ৩০ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জি.বি.পি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি. টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/ ১০০
৩) পূর্ব আগরতলা থানা ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

ICA/D-1706/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 16/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated : 31/12/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	**D.N.I.E.T No. 39/EE/DIV-I/AMC/2025-26**	**Rs. 2,86,06,364/-**	**Rs. 5,72,127/-**	**540 (Five hundred forty) days**

1. Last date and time for document downloading/bidding: **09-01-2026 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **09-01-2025 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

No. 4677-97/F.140/Sd/-I2010 Dated the 31st Dec. 2025

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 33/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26 Dt. 02-01-2026

The Executive Engineer, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R & B), Gakulnagar, Sepahijala District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD/MES / Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 186/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25 (2nd Call)	1,09,59,880.00	2,19,198.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIeT No: 214/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25 (2nd Call)	1,45,31,012.00	2,90,620.00	150 (One Hundred Fifty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 27-01-2026 Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 27-01-2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/3697/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/KLSD/2025-26 dated 02/01/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 15-01-2026 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No. 42/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2025-26.	Rs. 2,85,37,025.44	Rs. 5,70,741.00	270 Days	Up to 15.00 Hrs on 15-01-2026	At 16.00 Hrs 15-01-2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in
ICA/C 3700/35

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura

শরিয়তপুরে আরেক সংখ্যালঘু নাগরিকের নৃশংস হত্যা: খোকন দাসের মৃত্যুর পর বিক্ষোভের আঁচ

ঢাকা, ৩ জানুয়ারি : দীপু দাসের পরে বাংলাদেশে ফের আরেকটি সংখ্যালঘু নাগরিকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটল। শরিয়তপুর জেলার তিলোই গ্রামে উন্মত্ত জনতার হাতে প্রাণ হারালেন খোকন দাস, বছর পঞ্চাশের এই ব্যবসায়ী। গত ৩১ ডিসেম্বর তার ওপর হামলা চালিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় স্থানীয় একদল লোক। প্রাণে বাঁচতে খোকন পুকুরে ঝাঁপ দিলেও গুরুতর বার্ন ইনজুরির কারণে হাসপাতালেই মারা যান তিনি।

খোকন দাস স্থানীয় একটি ওষুধের দোকান চালাতেন। গত ৩১ ডিসেম্বর দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে তাকে ঘিরে ধরে একদল ব্যক্তি।

সেখানে চলে বেধড়ক মারধর, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো এবং পরে গায়ে আগুন দেয়। হামলার পরে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। খোকন পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচে যান, তবে তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর ছিল। প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। চার দিন লড়াই করার পর শনিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খোকনের স্ত্রী সীমা দাস জানান, তার স্বামী দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই হামলার শিকার হন। তিনি বলেন, "আমরা জানি না কারা এই নির্মমতা করেছে, কিন্তু আমরা বিচার চাই। আমার স্বামী একজন সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, তিনি কারো ক্ষতি করেননি।"

সীমা দাস আরও জানান, খোকন মৃত্যুর আগে দুই অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছিলেন এবং পুলিশ তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করছে। তিনি সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।

এই ঘটনার পরে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির খুনের পর, দেশে নতুন করে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরের দিনই ময়মনসিংহে একই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যেখানে শ্রমিক দীপু দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এবং তার দেহ একটি গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা এপার বাংলাও শিউরে ওঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এই ধরনের আক্রমণগুলি উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে, এবং সরকারকে এসব ঘটনার তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

বিজেপির অভিযোগ: পশ্চিমবঙ্গের মালদায় ১০০ কোটি টাকার বন্যা ত্রাণ কেলেঙ্কারি, সিএজি রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযোগ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারী : পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার বন্যা ত্রাণ কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি দাবি করছে যে, রাষ্ট্রপতির অডিটর জেনারেল-এর একটি ৭০০ পৃষ্ঠার রিপোর্টে এই কেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যা কলকাতা হাইকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে। বিজেপির দাবি, সিএজি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মালদা জেলায় বন্যা ত্রাণ তহবিলের অসাধু বণ্টনের ফলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের দুর্নীতি হয়েছে। দলটি এই ঘটনাকে "রাজ্য পরিচালিত লুটপাট" হিসেবে চিহ্নিত করেছে, এবং দাবি করেছে যে এই দুর্নীতির ফলে প্রকৃত বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, আর টাকা ছিনতাই করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা।

বিজেপি আরও দাবি করেছে যে সিএজি রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে, ৬,৯৬৫ জন ব্যক্তি একাধিকবার ত্রাণ সহায়তা পেয়েছেন, কখনো ২টি, আবার কখনো ৪২টি পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে একই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। তাদের মধ্যে একটি অভিযোগ তুলে ধরা হয় যে, হরিশচন্দ্রপুর-২ ব্লকের একজন ব্যক্তি ৪২ বার ত্রাণ পেয়েছেন।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, 'পাকা বাড়ির ক্ষতির জন্য' ৭.৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যদিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কোনো পাকা বাড়ির ক্ষতি হয়নি। বিজেপি আরও দাবি করেছে যে, ১০৮ জন সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, যাদের অধিকাংশই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, তারা ব্যাচিত বঞ্চিত পরিবারদের জন্য নির্ধারিত ত্রাণ সুবিধা পেয়েছেন, যদিও তারা নিয়মিত বেতন পাচ্ছিলেন।

এছাড়া, ৭ কোটি টাকারও বেশি ত্রাণ দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদের, যারা কখনোই ত্রাণের জন্য আবেদন করেননি। অভিযোগ উঠেছে যে, ব্লক অফিসের ফাইলও গায়েব হয়ে গেছে, যাতে এই অসাধু কাজের প্রমাণ গোপন করা যায়।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে টার্গেট করে বলেছে, "যতই তৃণমূল সরকারের নেতারা দুঃখ-কষ্টের কথা বলুন, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গরীবদের কাছ থেকে টাকা চুরি করা।" তারা এটাও দাবি করেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের "ডিএনএ" চুরি এবং চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

বিজেপি এই অভিযোগের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী থেকে দায়বদ্ধতা দাবি করেছে এবং বলেছে যে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিষয়টি ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করবে।

আলিপুরদুয়ার: বিজেপির খাস জমি ছিনিয়ে নিতে তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ, অভিষেকের সাফ কথা

আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি আসনেই পরাজিত হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, এবার সেই আলিপুরদুয়ারকে বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তৃণমূলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করার পর, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রচারের দ্বিতীয় দিনেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি আলিপুরদুয়ার পৌঁছান এবং সেখানেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি সাধারণ মানুষের সামনে তৃণমূলের উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরেন এবং বলেন, "বিজেপি-কে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আর তা করতে হলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে লাইনে দাঁড়াতে হবে।"

এদিনের জনসভায় বেশিরভাগ সময়ই অভিষেক হিন্দি ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে বিজেপি সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে বলেন, "ধরুন, দুটো মডেল। একদিকে তৃণমূল, আর একদিকে বিজেপি। তৃণমূলের মডেল হলযতদিন না জিতবেন, ততদিন তাদের কাজ থেমে থাকবে না। কিন্তু বিজেপি? তারা উন্নয়ন থামিয়ে দেবে। ২০২১-এর নির্বাচনে হারের পর বিজেপি বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা আলিপুরে পাঁচটি আসনেই হেরেছি, কিন্তু একজন মা, বোন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়নি, তা আমাকে দেখান।"

আলিপুরদুয়ারকে লক্ষ্য করে অভিষেক আরও বলেন, "বিজেপি হারানোর পর সমস্ত প্রকল্পের টাকা আটকে দিয়েছে। এটা তাদের মূল চরিত্র।" পরে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আরো তীব্র মন্তব্য করেন, "১৬-এর নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, চা বাগান খুলবে, কিন্তু ১০ বছরে সেই ঘোষণার কিছুই হয়নি। চা বাগানে এখনও নোটিশ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।" এমনকি, অভিষেক বিজেপিকে একগুয়ে বলে মন্তব্য করে আরও বলেন, "আমি বিজেপির চেয়ে ১০ গুণ বেশি। আসন্ন নির্বাচনে, ইভিএমের মাধ্যমে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে লাইনে দাঁড়ান। যারা সংবিধান পরিবর্তন করতে চায়, তাদের শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।"

অভিষেকের বক্তব্য ছিল, "আলিপুরদুয়ারের জনগণকে আমি আবেদন জানাচ্ছিইডি, সিবিআই, সিআরপিএফ, জুডিশিয়ারি, ইনকাম ট্যাক্স যা খুশি লাগাও, তবুও বাংলাই জিতবে। আলিপুরদুয়ারকে এই যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পাঁচ আসনে জয় নিশ্চিত করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আলিপুরদুয়ারকে মহকুমা থেকে জেলা করেছে, তাই আমাদের এই জয় নিশ্চিত করতে হবে।"

তিনি সাফ ভাষায় বলেন, "এবার ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে আনম্যাপ করতে হবে। আলিপুরদুয়ারকে এই যুদ্ধে সাফল্য পেতে হবে। সাড়ে ৪০০ বুথে তৃণমূলকে জয়ী করতে হবে। একটা বুথও যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, সেটা হবে বড় ভুল।"

এদিনের জনসভা ছিল তৃণমূলের জন্য বড় রাজনৈতিক বার্তা, যেখানে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আলিপুরদুয়ারের মানুষের কাছে উন্নয়ন ও বিজেপির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।

প্রতারণামূলক ভোটার তালিকা: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পাঁচ সাসপেন্ডেড কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে পাঁচজন সাসপেন্ডেড রাজ্য কর্মকর্তা বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে, যারা ভোটার তালিকায় ভুয়া বা অস্তিত্বহীন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

রাজ্য প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা অফিসের সূত্র অনুযায়ী, নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যাতে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা দেবত্তম দত্ত চৌধুরী, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা তাথাগতা মন্ডল, ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা বিপ্লব সরকার, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা সুদীপ্ত দাস এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিত হালদারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়।

বিশেষ তীব্র সংশোধন ভোটার তালিকা পুনঃমূল্যায়ন পর্বের সময়, এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকায় ভুয়া নাম যুক্ত করার অভিযোগ ওঠে। এর আগে নির্বাচন কমিশন তাদের সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং রাজ্য প্রধান সচিবকে এফআইআর দায়েরের জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। তবে, তাদের সাসপেনশন সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার কোনো এফআইআর দায়ের করেনি। এর ফলে, নির্বাচন কমিশন এবার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছে।

ভারতীয় মৎস্য প্রজাতির চাষের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন গুরুত্ব আরোপ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারী : কেন্দ্র সরকার ব্লু রেভোলিউশন কৌশলের অংশ হিসেবে মৎস্য চাষে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রচারে নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করছে। এর মাধ্যমে সরকার দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা বৃদ্ধি এবং টেকসই কৃষির লক্ষ্যে কাজ করছে, জানিয়েছেন মৎস্য, পশুপালন এবং দুগ্ধ মন্ত্রণালয়।

ভারতের বৈচিত্র্যময় জলজ পরিবেশহিমালয়ের নদী থেকে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জল পর্যন্তএ দেশে ২,৮০০টিরও বেশি দেশীয় মাছ ও শেলফিশ প্রজাতির বাসস্থল, যার মধ্যে রয়েছে ৯১৭টি মিঠা পানি, ৩৯৪টি খালপানি এবং ১,৫৪৮টি সামুদ্রিক প্রজাতি, জানাচ্ছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ। এই দেশীয় প্রজাতিগুলি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং স্থানীয় অর্থনীতির সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এখনও পর্যন্ত ভারত ৮০টিরও বেশি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজনন ও বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়ন করেছে, তবে মৎস্য চাষ এখনো কিছু সীমিত প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিঠা পানির মৎস্য চাষের ৭৫ শতাংশের বেশি ভারতীয় প্রধান কার্প প্রজাতির মাছের উপর নির্ভরশীল, এবং খালপানি চাষে একটি বিদেশী প্রজাতির চিংড়ি মাছের আধিপত্য রয়েছে, যা বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

এই সমস্যা সমাধানে, মৎস্য অধিদপ্তর বেশ কিছু দেশীয় প্রজাতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যেগুলোর মৎস্য চাষের সম্ভাবনা অত্যন্ত উচ্চ, যেমন ফ্রিনজড-লিপড কার্প, অলিভ বার্ব, স্ট্রাইপড মুরেল, পাবদা, সিংহি, এশীয় সি বাস, পার্লস্পট, পম্পানো, মাড ক্র্যাব এবং ভারতীয় সাদা চিংড়ি। এসব প্রজাতির জন্য প্রজনন এবং চাষের প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই উপলব্ধ, যা বৃহৎ আকারে গ্রহণযোগ্য।

মন্ত্রণালয় জানায়, দেশীয় প্রজাতির মাছের চাষকে প্রবর্তন করলে বিদেশী প্রজাতির উপর নির্ভরতা কমবে, পাশাপাশি গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী হবে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা পাবে এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের প্রতি অধিক সহনশীলতা তৈরি হবে।

সরকারী উদ্যোগগুলির মধ্যে, যেমন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সমপদ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ-যোজনা এবং মৎস্য ও মৎস্য চাষ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল, সরকারের পক্ষ থেকে বীজ ও খাদ্যের সহজলভ্যতা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আইসিএআর-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে, কেন্দ্র সরকার দেশীয় প্রজাতির জন্য জেনেটিক উন্নয়ন প্রোগ্রাম শুরু করেছে এবং মিঠা জল ও সামুদ্রিক প্রজাতির জন্য নিউক্লিয়াস ব্রিডিং সেন্টার স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, যাতে উচ্চ মানের বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

আরও, ৩৪টি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার, যা আঞ্চলিক দেশীয় প্রজাতির উপর ভিত্তি করে তৈরি, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, মূল্য শৃঙ্খলা শক্তিশালীকরণ এবং বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, এই উদ্যোগ ভারতের মৎস্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার প্রতি বৃহত্তর অগ্রাধিকার এবং জলজ সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সোনারপুরে ঋত্বিক শতবর্ষে প্রদর্শনী

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটকের জন্মের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক অভিনব প্রদর্শনী। আয়োজনে লিভার ফাউন্ডেশন। গত ৪ ডিসেম্বর থেকে আয়োজিত হওয়া এই প্রদর্শনীতে থাকছে ঋত্বিক ঘটকের ৮টি সিনেমার একাধিক শিল্পী সত্তার ছোঁয়া। কোমল গান্ধার, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, নাগরিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রভৃতি সিনেমার বিষয়বস্তু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অ্যাবসেন্স ইজ দ্য নিউ প্রেজেন্সের কিউরেটার শোভন তরফদার জানান, 'ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে এই ধরনের কাজ আগে সেভাবে হয়নি কোনোদিন। ঋত্বিক ঘটক সশরীরে না থাকলেও, তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছেন। তাঁর এক-একটা ছবিকে যদি আমরা ইনস্টলেশন দিয়ে ধরতে চাই, তা হলে কি হতে পারে, মূলত এই ধারণা থেকেই এই প্রদর্শনীর ভাবনা'। সর্বোপরি, এই প্রদর্শনী চলবে ১০০ দিন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কোলাহল মুক্ত মনোরম পরিবেশে এই প্রদর্শনীকে ঘিরে ভিড় চোখে পড়ার মতো।

দিনে কতবার লোশন লাগানো জরুরি

শীত এলেই স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে ত্বক। ঠান্ডা বাতাস, কম আর্দ্রতা, গরম জল দিয়ে গোসল আর জলশূন্যতার কারণে এ সময়ে ত্বক হয়ে ওঠে সবচেয়ে শুষ্ক। অনেকেই শীতে ত্বক টানটান লাগা, খসখসে ভাব বা চুলকানিকে 'স্বাভাবিক' বলে এড়িয়ে যান; কিন্তু সত্যি বলতে, এটি ত্বকের অযত্নের একটি স্পষ্ট সংকেত। এর জন্য সঠিক সময়ে পরিমিত পরিমাণে শরীরে লোশন ব্যবহার করতে হবে।

শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়, ফলে ধীরে ধীরে আমাদের ত্বকের আর্দ্রতা শুষে নেয় বাতাস। গরম জল দিয়ে গোসল আরও দুর্বল করে ত্বকের ওপরের সুরক্ষাবলয়। ফলাফলত্বক হয়ে পড়ে শুষ্ক, রুক্ষ ও নিষ্প্রাণ। এ অবস্থায় একবার লোশন লাগালেই পুরো দিন চলে যাবেএমন ভাবাটা পুরোপুরি ভুল।

একবার লোশনই কি যথেষ্ট

হারমনি স্পা অ্যান্ড বিউটি স্যালনের কর্ণধার রাহিমা সুলতানা বলেন, অনেকেই সকালে গোসলের পর একবার লোশন লাগিয়ে সারা দিন নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু শীতে বারবার আর্দ্রতা হারায় ত্বক। কাপড়ের ঘর্ষণ, ঠান্ডা বাতাস আর শুষ্ক পরিবেশে ত্বকের ওপর লাগানো লোশনও ধীরে ধীরে কার্যকারিতা হারায়। ফলে একবার লোশন ব্যবহার শীতের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়।

রাহিমা সুলতানা জানান, শীতকালে গুনে গুনে নয়; বরং যতবার ত্বকে পানি লাগানো হবে, ততবারই লোশন লাগানো জরুরি। কেবল গোসলের পরই নয়, হাত-মুখ ধুলেও হালকা করে পুরো হাতে লোশন লাগিয়ে নিতে হবে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগেও হাত-মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে বেশি করে লোশন লাগিয়ে নিন।

সারা রাতে প্রায় সাত-আট ঘণ্টার জন্য যেহেতু শরীরে কোনো ময়েশ্চারাইজার লাগানো হবে না, তাই লোশনের মোটা স্তর এই সময়টায় আপনার ত্বককে অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। শুধু তা---ই নয়, লোশনে থাকা উপকারী উপাদান রাতজুড়েই ত্বক সুগঠনে কাজ করবে।

যাঁদের ত্বক খুব বেশি শুষ্ক, তাঁরা লোশন ও গ্লিসারিন একত্রে ব্যবহার করতে পারেন। এতে ত্বক ফেটে যাওয়া বা খসখসে হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হবে না। এ ছাড়া শহরাঞ্চলের পানিতে থাকা ক্লোরিনও ত্বককে শুষ্ক করে। এ জন্য নিয়ম মেনে দিনে বেশ কয়েকবার লোশন ব্যবহার জরুরি। শরীরের সব অংশের কি সমান যত্ন প্রয়োজন শীতে সবচেয়ে বেশি শুষ্ক হয় হাত, পা, কনুই, গোড়ালি ও হাঁটু। শরীরে ত্বকের সব অংশের চাহিদা এক নয়। শীতে সবচেয়ে বেশি শুষ্ক হয় হাত, পা, কনুই, গোড়ালি ও হাঁটু। এই জায়গাগুলোতে প্রয়োজনে বারবার লোশন বা ঘন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে বুক বা পিঠে তুলনামূলকভাবে হালকা লোশনের ব্যবহারই যথেষ্ট হতে পারে, যেহেতু শরীরের এই অংশের ত্বকে সরাসরি সংস্পর্শ কম হয়।

লোশন না ক্রিমশীতে কোনটি ভালো

শীতকালে হালকা লোশনের বদলে একটু ঘন টেক্সচারের বডি লোশন বা বডি ক্রিম বেশি কার্যকর। শিয়া বাটার, গ্লিসারিন, সেরামাইড বা প্রাকৃতিক তেলযুক্ত লোশন ত্বকে দীর্ঘসময় শরীরে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তবে খুব বেশি সুগন্ধিযুক্ত লোশন এড়িয়ে চলাই ভালো। কারণ, এতে ত্বক আরও শুষ্ক বা সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে। রাহিমা সুলতানা পরামর্শ দিলেন, ত্বক হালকা ভেজা অবস্থায় লোশন দেওয়া অধিক কার্যকর। কারণ, এতে ত্বকে থাকা ময়েশ্চার বা আর্দ্রতা লক হয়ে যায়। লোশনের মূল কাজই হলো ত্বককে বাহ্যিক পরিবেশের সংস্পর্শে না এনে এর ভেতরের আর্দ্রতা বজায় রাখা। তাই হালকা ভেজা বা টাওয়েলড্রাই ত্বকে লোশন লাগালে তা কাজে আসবে বহুগুণ। তাই গুনে গুনে এক বা দুইবার নয়; বরং এখন যতবার জল দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করবেন, ততবারই লাগাবেন লোশন।

লিভার পরিষ্কার করার জন্য হারবাল পণ্য কি আসলেই কাজ করে?

লিভার ডিটক্স বা "পরিষ্কারের" জন্য বাজারে নানা ধরনের হারবাল পণ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকলেই চোখে পড়ে এসব পণ্যের অসংখ্য বিজ্ঞাপন। বিটরুট, আমলকি কিংবা হলুদের গুঁড়াকে লিভার পরিষ্কার বা "ডিটক্স" করার মহৌষধ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অনলাইনে চলছে এসব পণ্যের হরদম বিক্রি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে হারবাল বা প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার নতুন কোনও বিষয় নয়। আদিকাল থেকেই ওষুধে নানা প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় বর্তমানে এ সব পণ্যের বিক্রিবাট্টা চলছে, তাতে চিকিৎসক থেকে শুরু করে পুষ্টিবিদ, এমনকি হারবাল পণ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান। হারবাল পণ্য কি আসলেই শরীরের টক্সিন ছেঁকে ফেলতে সক্ষম? নাকি এসব হারবাল পণ্য সেবন শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ? সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। নিজেই নিজেকে পরিষ্কার রাখে লিভার! লিভার ডিটক্সিফিকেশন বলতে বোঝানো হয় এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে লিভারকে বিভিন্ন খাদ্য, ভেষজ উপাদান বা ডায়েটের মাধ্যমে "পরিষ্কার" করা যায়। অর্থাৎ, নানা হারবাল পণ্য, জুস বা সাপ্লিমেন্ট দ্বারা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বের করে দেওয়া যায়।

তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, লিভার নিজেই প্রতিদিন শরীর থেকে টক্সিন ছেঁকে ফেলে। একজন সুস্থ মানুষদের আলাদাভাবে লিভার ডিটক্স করার প্রয়োজন হয় না। বরং, কিছু "ডিটক্স" পণ্য অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনে লিভারে উল্টো ক্ষতি হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স মেডিসিনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির হেপাটোলজিস্ট ড. টিনস্যে ওরেটা লিখেছেন, 'লিভার শরীরের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থকে বর্জ্যে রূপান্তর করে, রক্ত পরিষ্কার করে এবং পুষ্টি উপাদান ও ওষুধকে বিপাকের মাধ্যমে এমন কিছু প্রোটিনে পরিণত করে যা শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' তবে 'সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজারে এমন বহু পণ্য এসেছে, যেগুলো লিভার "ডিটক্স" বা "পরিষ্কার" করার দাবি করে। কেউ বলে সপ্তাহান্তে অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়ার পর এগুলো লিভার পরিষ্কার করতে পারে। কেউ বলে প্রতিদিনকার লিভার ফাংশন ঠিক রাখতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত লিভারকে মেরামত করার জন্য' ওইসব পণ্য উপকারী, বলছিলেন তিনি। ড. টিনস্যে ওরেটা এ বিষয়টিকে 'প্রচলিত ভুল ধারণা' হিসাবে সঙ্গায়িত করেছেন। তার মতে, লিভার ডিটক্সের নামে যেগুলো বিক্রি করা হচ্ছে, সেগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। ফলে সেগুলো মানসম্মত নয়। বাংলাদেশের ল্যাবএইড হাসপাতালের পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমও এ বিষয়ে বিবিসি বাংলাকে বলেন,'লিভার মানবদেহের একটি স্বয়ংক্রিয় ও অত্যন্ত দক্ষ ডিটক্সিফিকেশন অঙ্গ, যা প্রাকৃতিকভাবে শরীর থেকে টক্সিন, ওষুধের উপজাত এবং বিপাকীয় বর্জ্য নিরবিচারে বের করে দেয়।' 'সাধারণত লিভার নিজের কাজ নিজেই করতে সক্ষম, যদি না এটি দীর্ঘমেয়াদে অ্যালকোহল গ্রহণ, ভাইরাল সংক্রমণ বা অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' মিজ তানসিমের ভাষায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে হারবাল উপাদান ব্যবহৃত হয় তখনই, যখন তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্যকর ও নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়।

'অ্যাসপিরিন, মেটফর্মিন ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে উদ্ভূত হলেও এগুলো গবেষণা ও পরীক্ষিত। তবে বাজারে প্রচলিত হারবাল পণ্যে আপত্তির কারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব। অধিকাংশ ডিটক্স পণ্য কেবল লোকজ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি।' তিনি আরও বলেন, 'নির্দিষ্ট ডোজ, বিশুদ্ধতা, বা নিরাপত্তা যাচাই ছাড়াই এগুলো বিক্রি হয়। অনেক উপাদান অঙ্গপ্রতঙ্গের ক্ষতি করতে পারে ও ওষুধের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করে।' তার বক্তব্য, হারবাল উপাদানের ব্যবহারে আপত্তি নয়। আপত্তি হলো অবৈজ্ঞানিক, অপ্রমাণিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হারবাল পণ্যকে চিকিৎসার সমমানের হিসেবে ধরা নিরাপদ নয় বলে মনে করেন এই পুষ্টিবিদ।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) তথ্যও বলছে, হারবাল ওষুধ অন্য ওষুধকে কম কার্যকরী করে দিতে পারে এবং এগুলোর বিভিন্ন নেতিবাচক পার্শ্বপ্রক্রিয়াও থাকতে পারে। এদিকে, এ বিষয়ে বিবিসি বাংলা'র কথা হয় হামদর্দ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ইউনানী মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খানের সাথেও। তিনিও বলছিলেন যে যেভাবে লিভার ডিটক্স-এর নামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। 'আপনি যখন ওষুধ হিসাবে কোনও হারবাল পণ্য ব্যবহার করবেন, তার নির্দিষ্ট ডোজ থাকতে হবে। সেগুলোর কোয়ালিটি ঠিকঠাক থাকতে হবে। ইচ্ছামতো একটা ভেষজ উপাদান-মেডিসিনের সাবসট্যান্স ব্যবহার করলেই যে কাজ হবে, বিষয়টা তা না।' 'নির্দিষ্ট ডোজের বাইরে যে কোনও কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন ক্ষতিকর,' বলেন তিনি। হারবাল পণ্য কখন উপকারী জন্স হপকিন্স মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, লিভার ও পিত্তথলির রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদ মিল্ক থিসল অনেকসময় লিভারের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং হলুদের নির্যাস লিভারকে ক্ষত থেকে রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কিন্তু এসব উপাদানের নিয়মিত ব্যবহারকে এখন পর্যন্ত কোনও গবেষণায়ই সুপারিশ করা হয়নি। হারবাল পণ্য কিংবা মসলা জাতীয় কিছু খাবার, যেমন হলুদ, আদা, রসুন, গ্রিন টি ইত্যাদিতে অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকার কারণে এগুলো লিভারের কার্যপ্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে। তবে এগুলোর প্রভাব সাধারণত মৃদু, বলছিলেন পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমও।

তিনি বলেন যে ওগুলো লিভার সম্পূর্ণ ডিটক্সিফিকেশনের জন্য এককভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। ড. মো. মনিরুজ্জামান খানের মতে, ওষুধি উপাদান সমৃদ্ধ যেকোনও উদ্ভিদ নির্দিষ্ট ডোজ মেনে এবং এই বিষয়ে যারা পড়াশুনা করেছে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা উচিত। 'বিটরুটে আয়রণ আছে। শরীরের রক্তস্বল্পতা দূর করার জন্য এটা ব্যবহার করে। এনার্জি লেভেল বাড়ানোর জন্যও কাজ করে। কিন্তু এগুলো কি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রসেস করা হচ্ছে?' প্রশ্ন তার।

'এগুলোকে ড্রাই পাউডার করে বাজারে মার্কেটিং করতেছে। যখন এগুলো কাটা হলো, কেটে শুকানো হলো, সঠিক টেম্পারেচারে যদি এগুলোকে না শুকানো হয়, তখন তো এগুলোয় ফাঙ্গাস জন্মাতে পারে। যেখানে পাউডার হচ্ছে, সেখানেও ধুলাবালি থাকতে পারে।' এসব কারণে কেবল 'কোয়ালিটি কন্টোলের মাধ্যমেই' এগুলো ব্যবহার করা উচিৎ। তিনি জানান, সঠিক ডোজে এবং ভালো মানসম্পন্ন কিছু উপাদান লিভারের জন্য ভালো। 'যেমন, গোলাপ ফুলের পাপড়ি। কালো মেঘ নামক একটি প্লান্ট লিভার ডিটক্সিফিকেশনের জন্য ভালো। ভুঁই আমলা আছে। এগুলোর বিষয়ে গবেষণা আছে। এগুলোর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও আছে। এগুলো শুধু লিভার না, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো,' বলছিলেন তিনি।

লিভারকে ভালো রাখতে আর যা করণীয়— পুষ্টিবিদ তাসনিম মনে করেন, লিভারকে ভালো রাখতে জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। 'কারণ অতিরিক্ত ওজন লিভারে চর্বি জমার কারণ হতে পারে, যা লিভারের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে এবং বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করে। তাই, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ, ক্যালোরি চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা লিভারকে ভালো রাখার জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে যেসব খাবারে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, সেগুলোর নিয়মিত খাওয়া দরকার।' 'শুধুমাত্র হারবাল পণ্য বা ডিটক্স ডায়েটের উপর নির্ভর করলে কার্যকর ডিটক্সিফিকেশন সম্ভব নয়' উল্লেখ করে তিনি বলেন,'দীর্ঘমেয়াদী বা অত্যন্ত সীমিত ক্যালোরিযুক্ত ডায়েট স্বাস্থ্যহানিকর হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি তৈরি করতে পারে।' তাই, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত পানি পান, নিয়মিত ব্যায়াম, অ্যালকোহল থেকে বিরত থাকা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণই লিভার সুস্থ রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। জন্স হপকিন্সের হেপাটোলজিস্ট ড. টিনস্যে ওরেটাও বলেন যে লিভারের সুরক্ষায় অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মাদক ব্যবহার করা যাবে না। লিভারের সমস্যা থেকে বাঁচতে অতিরিক্ত মদ্যপান বা অতিভোজন না করে 'কম খাওয়া ও সংযমী জীবনযাপন' করার পরামর্শ দিয়েছেন ড. টিনস্যে ওরেটা। কারণ, 'কোনও গবেষণায় প্রমাণ হয়নি যে এসব "ক্লিনজ" বা "ডিটক্স" পণ্য লিভারের ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারে।' একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে অরক্ষিত যৌন সম্পর্ককেও নিরুৎসাহিত করেছেন তিনি, যাতে করে হেপাটাইটিসের সংক্রমণ থেকে লিভারকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

শিশুরা কীভাবে বেশি স্মার্ট হয়

শিশুর বয়স পাঁচ-ছয় মাস। মিষ্টি হাসতে শিখেছে। মা কাছে এলে আরও খুশি হয়। এখন আপনি ভাবছেন ঘুমের সময় ছড়া শোনাবেন। আরও একটু বড় হলে শোনাবেন বই পড়ে। কারণ, এখন তো বইয়ের ভাষা বুঝবে না। আমরা সাধারণত এ রকমই ভাবি। কিন্তু আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকসের গৃহীত নীতিনির্ধারণী অবস্থানে বলা হয়েছে, জন্মের পর থেকেই পড়াশোনার বিষয়টি প্রাথমিক শিশু পরিচর্যার অংশ হওয়া উচিত। এর অর্থ, খুব ছোট বাচ্চাদেরও বই পড়ে শোনানোর গুরুত্ব সম্পর্কে মা-বাবাদের সচেতন করা শিশু চিকিৎসাবিদদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশে এ রকম চর্চা খুব একটা নেই। কিন্তু এটা অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে এলে আমাদের শিশুরা উপকার পাবে। তারা স্মার্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত হবে। বিস্তৃত পরিসরে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, বইয়ের সংস্পর্শে ও বই পড়ে শোনানোর মধ্য দিয়ে বড় করে তোলা শিশুদের সঙ্গে পরে তাদের সহজে ভাষা শেখা ও স্কুলে সাফল্যের সংযোগ রয়েছে। পেডিয়াট্রিক্স জার্নালে ২০১৫ সালের আগস্টে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে জানা গেছে, যেসব শিশুর বাসায় বেশি বই আছে এবং শিশুকে বেশি বই পড়ে শোনানো হয়, তাদের মস্তিষ্কের বাঁ অংশ উল্লেখযোগ্য হারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পেরিয়েটাল-টেম্পোরাল- অক্সিপেটাল অ্যাসোসিয়েশন করটেক্স নামে পরিচিত মস্তিষ্কের এই অংশে শব্দ ও চোখে দেখার অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটে। একটু বড় শিশুরা জোরে শব্দ করে পড়লে মস্তিষ্কের এই অংশ উদ্দীপিত হয়।

শিশুচিকিৎসাবিদেরা খেয়াল করেছেন, খুব ছোট বাচ্চাদের বইয়ের গল্প পড়ে শোনালেও একইভাবে মস্তিষ্কের এই অংশ উদ্দীপিত হয়। মায়ের মুখে গল্প শোনার সময় বাচ্চারা মনে মনে কল্পনার জাল বোনে। যেমন, মা বললেন, 'একটা কাক গাছের ডালে বসে কা-কা করছে।' সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা তার একটা চিত্র এঁকে ফেলল। এভাবে কথার সঙ্গে কল্পনার একটা যোগসূত্র স্থাপনের দক্ষতা সে অর্জন করে। আমরা যখন শিশুকে গল্প পড়ে না শুনিয়ে শুধু ভিডিও দেখাই, তখন শেখার প্রক্রিয়াটা আসলে শর্টসার্কিটের শিকার হয়ে নষ্ট হয়। শিশুকে বঞ্চিত করা হয় কল্পনার সুযোগ থেকে। এটা মনে রাখতে হবে। বইয়ের গল্পে অনেক বেশি ও নতুন নতুন শব্দ থাকে। তাই বই থেকে গল্প পড়ে শোনালে বাচ্চাদের শব্দভান্ডার বাড়ে ও কল্পনাশক্তি অনেক বেশি হয়। এরা স্কুলে বেশি মেধার পরিচয় দেয়।

ফ্লু ভাইরাস কীভাবে মানুষের কোষে ঢোকে

শীত এলেই অনেকের জ্বর আসে, শরীর ব্যথা করে, নাক দিয়ে পানি পড়ে। আমরা সাধারণত বলি ফ্লু হয়েছে। এই রোগের কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। খুব ছোট ছোট বিন্দুর মাধ্যমে এই ভাইরাস আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ে এবং কোষে আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই আক্রমণটা আসলে কীভাবে ঘটে?

সুইজারল্যান্ড ও জাপানের বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এক চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছেন। গবেষকেরা নিজেরাই তৈরি করেছিলেন একটি বিশেষ ধরনের মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা পেট্রি ডিশে রাখা মানুষের কোষের পৃষ্ঠ অনেক কাছ থেকে দেখতে পেরেছেন। এই প্রথমবার জীবন্ত অবস্থায় এবং খুব উচ্চ রেজ্যুলেশনে তাঁরা সরাসরি দেখেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস কীভাবে একটি জীবন্ত কোষের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

ইটিএইচ জুরিখের মলিকুলার মেডিসিনের অধ্যাপক ইয়োহেই ইয়ামাউচির নেতৃত্বে এই গবেষণা করা হয়। গবেষকেরা একটি বিষয়ে বিশেষভাবে বিস্মিত হয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, কোষগুলো একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে ভাইরাসের সামনে নিজেকে ছেড়ে দেয় না। বরং কোষগুলো নিজেরাই সক্রিয়ভাবে ভাইরাসকে ধরার চেষ্টা করে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে কোষ ভাইরাস ঢুকতে দিয়ে কোনো লাভ পায়। কোষ ইচ্ছা করেও ভাইরাসকে সাহায্য করে না। এই আদান-প্রদান ঘটে কারণ ভাইরাস কোষের একটি স্বাভাবিক ও জরুরি গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষ প্রতিদিন হরমোন, কোলেস্টেরল কিংবা আয়রনের মতো দরকারি জিনিস নিজের ভেতরে নেয়। গবেষকেরা দেখেছেন, কোষগুলো একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে ভাইরাসের সামনে নিজেকে ছেড়ে দেয় না। বরং কোষগুলো নিজেরাই সক্রিয়ভাবে ভাইরাসকে ধরার চেষ্টা করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসও ঠিক এই দরকারি বস্তুগুলোর মতোই কোষের পৃষ্ঠের কিছু অণুর সঙ্গে লেগে থাকে। এই চলাফেরা অনেকটা কোষের পৃষ্ঠে সার্ফিং করার মতো। ভাইরাস কোষের গায়ে এদিক—ওদিক ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন অণুর সঙ্গে লেগে থাকে; যতক্ষণ না সে কোষে ঢোকার জন্য সবচেয়ে ভালো একটি জায়গা খুঁজে পায়। কোষের রিসেপ্টর যখন বুঝতে পারে যে একটি ভাইরাস ঝিল্লির সঙ্গে আটকে আছে, তখন সেই জায়গায় একটি ছোট গর্ত তৈরি হয়। এই গর্তটিকে ধরে রাখে ক্ল্যাথরিন নামে একটি বিশেষ প্রোটিন কাঠামো। ধীরে ধীরে সেই জায়গাটি বড় হতে থাকে এবং একসময় ভাইরাসটিকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলে। তখন একটি থলির মতো গঠন তৈরি হয়, যাকে বলা হয় ভেসিকল। কোষ এই ভেসিকলটিকে নিজের ভেতরে টেনে নেয়। ভেতরে ঢোকার পর ভেসিকলের আবরণ গলে যায় এবং ভাইরাস মুক্ত হয়ে পড়ে। আগের গবেষণাগুলোতেও এই প্রক্রিয়ার মূল কাঠামো জানা ছিল। সেসব গবেষণায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোষ নষ্ট করতে হয়, ফলে শুধু স্থির ছবি পাওয়া যায়। আর ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি ব্যবহার করলে জীবন্ত কোষ দেখা গেলেও রেজ্যুলেশন খুব কম ছিল। নতুন যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি তৈরি হয়েছে অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপি ও ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপিকে একসঙ্গে মিলিয়ে। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে ভাইরাস-ভিউ ডুয়াল কনফোকাল অ্যান্ড এএফএম, সংক্ষেপে ভিভিডি-এএফএম। এই প্রযুক্তির কারণেই এখন কোষে ভাইরাস ঢোকার পুরো প্রক্রিয়াটা ধাপে ধাপে, বিস্তারিতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে।

কোষের রিসেপ্টর যখন বুঝতে পারে যে একটি ভাইরাস ঝিল্লির সঙ্গে আটকে আছে, তখন সেই জায়গায় একটি ছোট গর্ত তৈরি হয়। এই গর্তটিকে ধরে রাখে ক্ল্যাথরিন নামে একটি বিশেষ প্রোটিন কাঠামো। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, কোষ বিভিন্ন স্তরে সক্রিয়ভাবে ভাইরাস গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। কোষ প্রয়োজনীয় ক্ল্যাথরিন প্রোটিনগুলোকে ঠিক সেই জায়গায় ডেকে আনে, যেখানে ভাইরাস আটকে থাকে। কোষের পৃষ্ঠও সেই স্থানে ফুলে ওঠে এবং ভাইরাসটিকে শক্তভাবে ধরে রাখে। যদি ভাইরাস আবার সরে যেতে চায়, তাহলে এই ঢেউয়ের মতো ঝিল্লির নড়াচড়া আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সন্দীপ মজুমদারের দু'টি কবিতা

নিজের পথ

সব পথ সহজ হয় না,
এটাই সত্য কথা,
হোঁচট খেয়েই মানুষ শেখে
নিজের পথটা।
হার মানলেই শেষ নয়,
থামলেই হেরে যাওয়া,
চেষ্টা মানেই আবার উঠে
দাঁড়াতে চাওয়া।

সবাই জেতে না আগে,
সবাই বড় হয় না,
কিন্তু চেষ্টা করা মানুষ
ছোটও থাকে না।
সাফল্য ধীরে আসে,
সময় নিয়ে হাঁটে- চড়ে
সৎ পথে চললে সে ঠিক
দরজায় কড়া নাড়ে।

ভুল হলে লজ্জা নয়,
শেখাটাই বড় কাজ,
সাহস থাকলে ছোট
বয়সও হয়ে ওঠে রাজ।
এইটাই সত্যযে নিজে
নিজেকে মানে,
সে একদিন ঠিক পৌঁছায়
নিজের স্বপ্নের স্থানে।

আমার এই দেশ

আমার এই দেশ,
বের এই গান,
এক সুরে বাঁধা প্রাণে প্রাণ।
হিমালয় চূড়ায় সূর্য
উঠে যেথায়,
গঙ্গার জলে মেলে শান্তির হায়।

ধানের মাঠে বাজে
সোনালী হাসি,
সাত রঙে গাঁথা আমাদের বাঁশি।
ভাষা,ধর্ম, খাদ্য,
সাংস্কৃতির অমিল
তবুও এক পথ একটাই
হৃদস্পন্দিল।

বীরের রক্তে ভেজা এই মাটি,
জয় করেছে ভারতবাসী শত
বাধা বাধাঁটি।
স্বাধীনতার দীপ্ত সে আলো,
আজও জ্বলে সবার
হৃদয়ে ভালো।

আমরা বলি এক দেশ এক প্রাণ,
ভারত মায়ের তরে
প্রাণ করিব প্রধান।
ভবিষ্যতের দিকে চলো
হাত ধরে,
আলোর পথে হাটি
একসাথে করে।

শনিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সভাপতি আশীষ সাহার নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়।

অমিত শাহের সভাপতিত্বে মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লী, ৩ জানুয়ারি : নয়া দিল্লিতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মণিপুরের চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মণিপুর রাজ্যের রাজ্যপাল অজয় ভল্লা, নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং, পুলিশ মহাপরিচালক রাজীব সিং এবং মুখ্য সচিব পুনিত গোয়েল।

এখন পর্যন্ত বৈঠকের বিস্তারিত সরকারি বিবৃতি দেয়া হয়নি, তবে সূত্রমতে, আলোচনা মূলত মণিপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে ছিল। বৈঠকের সময়কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ মণিপুরে বর্তমান রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ ২০২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার কথা। এই বৈঠকটি ওই সময়ে আসছে যখন রাজ্যের ভবিষ্যত শাসন ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা চলছে। মণিপুরের বিজেপি বিধায়করা সম্প্রতি জানিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি শাসনের আরও কোনো মেয়াদ বাড়ানো না করে রাজ্যে জনগণের নির্বাচিত সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। গত কয়েক মাসে, বিজেপির মণিপুর বিধায়করা দিল্লিতে একাধিকবার সফর করেছেন এবং কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন।

মণিপুরে ২০২৩ সালের ৩ মে থেকে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ চলছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতায় হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, এবং বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে প্রায় ৬০,০০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন।

গত মাসে, সরকার মেইতেই শরণার্থীদের তাদের বাড়িতে পুনর্বাসন শুরু করেছিল। তবে, এই পদক্ষেপের পর নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, এবং আশেপাশের পাহাড়ি এলাকায় গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, যা রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অস্থিরতা তুলে ধরে।

কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের পরিস্থিতি নজরদারিতে রাখছে, এবং নিরাপত্তা স্থিতিশীলকরণ ও শরণার্থীদের নিরাপদ পুনর্বাসন এখনো প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে রয়েছে, যেহেতু রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

সূচি ঘোষণা হলেও বাংলাদেশ সফর নিয়ে চুপ বিসিসিআই, আদৌ খেলতে যাবেন বিরাট-রোহিতরা ?

অশান্ত বাংলাদেশে খেলতে যাননি বিরাট কোহলিরা। তারপর বছর ঘুরেছে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ বোর্ড। কিন্তু ভারতীয় দল কি আদৌ খেলতে যাবে? বিসিবি সূচি ঘোষণা করে দিলেও এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সূত্রের খবর, চলতি বছর বাংলাদেশ নির্বাচনের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে এই সিরিজের ভাগ্য।

গত বছর জুলাই মাসে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সেই সফরে আর যায়নি টিম ইন্ডিয়া। বাংলাদেশের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সে দেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন শাসকদের তীব্র ভারত-বিরোধিতা যার নেপথ্যে একটা বড়সড় ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশ বোর্ড আবার সেই বাতিল সফরে 'প্রাণ' সঞ্চার করল। তারা শুক্রবার ঘোষণা করে দিল যে, টিম তিনটে ওয়ানডে এবং তিনটে টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। বাংলাদেশ বোর্ড প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, প্রথমে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। ১-৬ সেপ্টেম্বর। তার পর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে তিনটে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ রয়েছে। গত জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফরে ভারত গেলে একই সংখ্যক ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য সেই সিরিজ স্থগিত হয়ে যায়। শোনা যায়, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় দলকে বাংলাদেশে পাঠাতে রাজি ছিল না কেন্দ্র সরকার। কোনও সরকারি বিবৃতি জারি না হলেও, কেন্দ্রের তরফে নাকি বিসিসিআইকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর বাতিল হয় সিরিজ।

শুক্রবার বাংলাদেশ বোর্ড সিরিজ ঘোষণা করে দিলেও সেই নিয়ে বিসিসিআই এখনও চুপ। বিশ্লেষকদের অনুমান, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, নির্বাচিত সরকার এলে তারপর ভারতীয় বোর্ড ঠিক করবে বিসিবি প্রস্তাবিত সিরিজ নিয়ে কী করা হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের ফলপ্রকাশ, নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক-এসব বিবেচনা করে দেখা হবে। ভারতীয় দলকে বাংলাদেশে পাঠানো উচিত হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতে এখনও ঢের বাকি।

'পাকাপাকি ভাবে পঙ্গু হওয়ার দিকে এগোচ্ছি', ভারতের ফুটবল বাঁচাতে ফিফার হস্তক্ষেপ চাইলেন সুনীল, গুরপ্রীতেরা

ভারতীয় ফুটবল তাকিয়ে আছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। আইএসএল কবে শুরু হবে তার ঠিক নেই। রোজই চিঠি চালাচালি এবং বৈঠকে দিন কেটে যাচ্ছে। এই অচলাবস্থার বিরুদ্ধে আবার সরব হলেন ফুটবলারেরা। সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, সন্দেশ জিঙ্ঘনেরা শুক্রবার একটি ভিডিয়োবার্তা পোস্ট করেছেন, যার সারমর্ম একটাই। ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাও। ফিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা।

গুরপ্রীতের পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেশীয় ফুটবলারেরা নন, রয়েছেন বিদেশি ফুটবলারেরাও। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, অমরিন্দর সিংহ, রাহুল ভেকে, প্রীতম কোটালের পাশাপাশি রয়েছেন হুগো বুমোসেরাও।

ফুটবলারেরা বলেছেন, "এখন জানুয়ারি মাস। এখন আইএসএলের কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে খেলতে আপনাদের টিভির পর্দায় হাজির হওয়া উচিত। তার বদলে আমরা এখানে। ভয় এবং হতাশা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আজ জোর গলায় একটা কথা বলতে এসেছি যেটা আমরা সবাই জানি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমরা পাকাপাকি ভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি।

নির্বাচন কমিশন নাগরিকদের ”ইসি আই নেট” অ্যাপ ডাউনলোডের আহ্বান জানাল

নয়াদিল্লী, ৩ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন (ইসি) সকল নাগরিকদের ”ইসি আই নেট” অ্যাপ ডাউনলোড করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকরা ”সাজেশন সাবমিট” ট্যাব ব্যবহার করে তাদের মতামত বা প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। নাগরিকদের আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসি আই নেট অ্যাপ একটি সমন্বিত অ্যাপ্লিকেশন, যা পূর্বের ৪০টি নির্বাচন সম্পর্কিত আলাদা অ্যাপ্লিকেশন যেমন ভোটা হেল্পলাইন অ্যাপ, সিভিআইজিআইএল, সক্ষম, ভোটিং ট্রেন্ডস এবং ”আপনার প্রার্থী জানুন” অ্যাপ একীভূত করে। গত বছর মে মাসে এই অ্যাপটির ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এরপর এর উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

নতুন ইসি আই নেট অ্যাপের পরীক্ষামূলক সংস্করণে উন্নত ভোটার সেবা, দ্রুত ভোটিং পার্সেন্টেজ ট্রেন্ড এবং ভোটগ্রহণ শেষে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইনডেক্স কার্ড প্রকাশের সুবিধা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এবং উপনির্বাচনগুলোর সময় অ্যাপটির সফল পরীক্ষণ হয়েছে।

কমিশন আরও জানায়, রাজ্য নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসার, পরিদর্শক এবং মাঠ কর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী এই প্ল্যাটফর্মে ক্রমাগত উন্নতি এবং পরিশোধন করা হচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, নাগরিকদের প্রস্তাবের পর্যালোচনা করা হবে এবং অ্যাপটি আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব করার জন্য আরও উন্নতি করা হবে। ইসি আই নেট অ্যাপটি এই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে।

প্রথম ভাণ্ডে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিদর্শন করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লী, ৩ জানুয়ারি : আজ ভারতের প্রথম ভাণ্ডে ভারত স্লিপার ট্রেনের পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় মন্ত্রী জানান, এই ট্রেনটি রাত্রীকালীন এবং দীর্ঘ যাত্রার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, সম্পূর্ণ এয়ার কন্ডিশনড স্লিপার সেবা এই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে গুয়াহাটি ও কলকাতার মধ্যে উদ্বোধন করা হবে, যা ভারতীয় রেলওয়ের দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হবে।

তিনি আরও জানান, ভাণ্ডে ভারত স্লিপার ট্রেনটি ভারতের সেমি-হাই স্পিড রেল ট্রান্সফর্মেশনের পরবর্তী ধাপ, যা দ্রুত যাত্রা, উন্নত আরাম এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করবে। বৈষ্ণব আরও বলেন, এই ট্রেনটি অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা নিয়ে সজ্জিত, যার মধ্যে আরামদায়ক স্লিপার বার্থ, স্বয়ংক্রিয় দরজা এবং আধুনিক টয়লেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নাগরিকদের ইসিআই নেট অ্যাপ ডাউনলোড করতে এবং প্রস্তাবনা শেয়ার করতে নির্বাচন কমিশনের আহ্বান

নয়াদিল্লী, ৩ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন সমস্ত নাগরিককে তাদের ইসিআই নেট অ্যাপ ডাউনলোড করে প্রস্তাবনা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। নাগরিকরা 'সাবমিট এ সাজেশন ' ট্যাব ব্যবহার করে তাদের প্রস্তাবনা জমা দিতে পারবেন। এই মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত প্রস্তাবনা পাঠানোর সুযোগ থাকবে। ইসিআই নেট অ্যাপটি একক, ঐক্যবদ্ধ অ্যাপ, যা পূর্বে ৪০টি পৃথক নির্বাচনী সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশন যেমন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, সিভিজিল, সক্ষম, পোলিং ট্রেন্ডস এবং নো ইয়োর ক্যান্ডিডেট অ্যাপকে একত্রিত করেছে।

ইসিআই নেট নির্বাচন কমিশনের একটি প্রধান উদ্যোগ, যা প্রধান নির্বাচন কমিশনার গ্যানোশ কুমারের নেতৃত্বে গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছর মে মাসে এই অ্যাপটির ঘোষণা করার পর তার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। নতুন ইসিআই নেট অ্যাপটির ট্রায়াল সংস্করণটি দ্রুত ভোটার পরিষেবা, পোলিং শতাংশ ট্রেন্ডের দ্রুত প্রাপ্যতা এবং নির্বাচন শেষে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইনডেক্স কার্ড প্রকাশের সুবিধা নিশ্চিত করেছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এবং উপনির্বাচনগুলির সময় এই অ্যাপটির সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। কমিশন আরও জানিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটি প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ, জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ, পর্যবেক্ষকগণ এবং মাঠের কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ক্রমাগত উন্নত এবং পরিশীলিত করা হচ্ছে। নাগরিকদের প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে প্ল্যাটফর্মটিকে আরও ব্যবহারবান্ধব করার জন্য এটি আরও আপডেট করা হবে। কমিশন জানিয়েছে, ইসিআই নেট প্ল্যাটফর্মটি আনুষ্ঠানিকভাবে এই মাসেই উদ্বোধন করা হবে।

রিক্সা চালকের উপর হামলা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক।

তিনি বলেন, দিদার হোসেনের উপর যেভাবে দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে হামলা চালিয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অবিলম্বে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

রতন দাস আরও বলেন, আগামী দিনে যাতে কেউ এ ধরনের অপকর্ম করার দুঃসাহস না দেখায়, সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

অসম ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশভিত্তিক চরমপন্থী নেটওয়ার্কের সন্ধান, ১১ জন গ্রেপ্তার

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি : অসম ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশভিত্তিক এক চরমপন্থী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ধর্মীয় চরমপন্থী নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মাধ্যমে 'ঘাযওয়াতুল হিন্দ' মতবাদ প্রচার করা হচ্ছিল। এই নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট ১১ জনকে বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, ২০২৪ সালের শেষের দিকে, বারপেটা রোডের নিশুকা গ্রামের বাসিন্দা নাসিম উদ্দিন (তামিম) একটি ইউটিউব ভিডিও দেখতে পান, যা ইসলামিক ধার্মিক 'মুজাদ্দিদ' সম্পর্কে ছিল। ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে বাংলাদেশের একজন ব্যবহারকারী খালিদ নামে পরিচিত একজনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। ওই ইউটিউব ভিডিওতে বলা হয় যে, মুজাদ্দিদ নামে একজন ধর্মীয় নেতা পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছেন, যিনি ইসলামী বিশ্বাস প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন।

খালিদ নামে ওই ব্যক্তি নাসিম উদ্দিনকে টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় বই ও 'ইলহাম' (আল্লাহর বার্তা) শেয়ার করেন। পরবর্তী সময়ে, নাসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ 'পুর্ব আকাশ' গঠন করা হয়, যেখানে বাংলাদেশের উমর, সুজন বিন সুলতান, শামীম বারাহ, মির রহমান ও ত্রিপুরার জগির মিয়া সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রুপে 'ঘাযওয়াতুল হিন্দ' মতবাদ প্রচার করা হতো, যা ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের আহ্বান জানায়।

তদন্তকারীরা জানায়, খালিদ ও তার সহযোদ্ধারা যেসব ধর্মীয় বই ও হাদিসের উদ্ধৃতি প্রদান করছিলেন, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুয়া এবং 'ইমাম মাহমুদ' নামে এক কাল্পনিক ব্যক্তির আগমন নিয়ে প্রচারিত ছিল। তদন্তে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সমস্ত লেখা 'ইমাম মাহমুদ' নামক এক চরমপন্থী সংগঠনের প্রচার ছিল, যেটি জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর একটি শাখা।এই চরমপন্থী নেটওয়ার্কের সাথে জড়িতরা অসমের চিরাং, বক্সা, বারপেটা এবং দারং জেলা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাদের মধ্যে মো. সিদ্দিক আলি, রাসিদুল আলম, মো. দিলদার রাজ্জাক, মো. যাকির হোসেন, জুনাব আলি, মিজানুর রহমান, আফরাহিন হোসেন, সুলতান মাহমুদ, শহরুখ হোসেন, মাহিবুল খান এবং নাসিম উদ্দিন (তামিম) রয়েছেন। এছাড়া, ত্রিপুরার জগির মিয়াকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন যে, এই চক্রটি বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম চালাচ্ছিল, যা সংগঠনের চরমপন্থী কার্যক্রমকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সহায়ক ছিল। কিছু মসজিদে ধর্মীয় উগ্রপন্থা প্রচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেখানে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানানো হতো।

অধিকারীরা জানিয়েছেন যে, এই চক্রের মূল লক্ষ্য ছিল অসম এবং ত্রিপুরায় সহিংসতার উসকানি দেওয়া এবং সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টি করা। আরও তদন্ত চলছে এবং এর মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মালদহে তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দিল কংগ্রেস

মালদহ, ৩ জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসকে বড় ধাক্কা দিল কংগ্রেস। আজ দিল্লিতে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নূর। মালদহ দক্ষিণের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অফিসে পৌঁছন মৌসম। এরপর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মৌসমের কংগ্রেসে যোগদানের ঘোষণা করা হয়।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সহ একাধিক শীর্ষ নেতা।

দিল্লি পৌঁছানোর পর, মৌসম বেনজির নূর তাঁর দলবদল প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি। ঈশা খান চৌধুরীর সঙ্গে গাড়িতে অফিসে পৌঁছানোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যা বলার সাংবাদিক বৈঠকেই বলবো।'

বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে রয়েছেন মৌসম বেনজির নূর। ২০১৮ সালের শেষ দিকে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি।

এদিকে, রাজনৈতিক মহলে মৌসমের এই দলবদলকে বড় ধরনের রাজনৈতিক চমক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বেশ প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে

● প্রথম পাতার পর

জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত অবস্থায় রয়েছে বলে জানা যায়। অপরদিকে নাবালিকা মেয়েটি দুই মাসের গর্ভবতী অবস্থায় রয়েছে বলে জানা যায়। পুলিশ অভিযুক্ত বিকাশ নমঃকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। শনিবার অভিযুক্তকে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

সিপিএম থেকেও বড় শত্রু

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের জন্য রাজ্যের ১০টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ২৪অ৭ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রযুক্তি গ্রহণ না করলে মানুষ ও রাজ্য সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবে। আমাদের সরকার নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের চেষ্টা করছে। সুপার ইসিবিসি ভবনের জন্য ১২.৩৩ কোটি টাকা খরচ হবে, এবং দেশের অন্যান্য জায়গায় আরও পাঁচটি ভবন নির্মাণাধীন। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরাতেই এই সুপার ইসিবিসি বিল্ডিং নির্মিত হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা।

তিনি আরও জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে পিক আওয়ারে প্রায় ৩৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে এই চাহিদা প্রায় ৬৫০ মেগাওয়াটে পৌঁছাবে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে, যদিও মাঝে মাঝে ট্রিপিং হয়। বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে ১০.৫৭ লাখ, যা ২০১৮ সালের আগে ৭.২১ লাখ ছিল। এটি রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের প্রমাণ।

মন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যে যদি ৫ লাখ পরিবার ২ কিলোওয়াটের সোলার প্যানেল স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিদ্যুৎ যোজনার আওতায়, আমরা প্রতিদিন ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব। এটি মানুষ ও রাজ্যকে ঠিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতি আরও এগিয়ে যাবে, জিডিপি বাড়বে এবং ব্যক্তিগত আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ নিগম ২০০০টি সরকারি ভবনে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে, যার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হলে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এপর্যন্ত ১৫,০০০ মানুষ সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সৌর শক্তির কোনো সীমা নেই। বর্তমানে আমরা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। তাই বিদ্যুৎ খাতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা অপরিহার্য। আমরা দেখেছি ডুম্বুর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব, কিন্তু হাইড্রোকাইনেটিক টার্বাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নদী থেকে ১৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এই জন্য ১০টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলি হলো চাকমাঘাট, মহারাণী, ডুম্বুর, নতুন বাজার, কলসি, মনু, কুলাই, ফেনী, ধলাই নদী এবং অম্পি, লক্ষীপুর। আগামী মাস থেকে প্রকল্প প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।" এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার, পুর নিগমের কর্পোরেটরগন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

কালীপূজার দশমী ঘিরে উত্তপ্ত প্রতাপগড়, শাসক

● প্রথম পাতার পর

হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতাপগড় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের কাছে

● প্রথম পাতার পর

বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই পড়াশোনার ধারাবাহিকতাও বজায় রাখা প্রয়োজন। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা কী রকম থাকবে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে বিষয়টি অনুধাবন করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

রাজ্য সরকারের এই অবস্থানের দিকে নজর রেখে অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন।

সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট

● প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দর ও ফোর্ট টিউনা সামরিক ঘাঁটির আশপাশেও বিস্ফোরণের খবর মিলেছে।

ভেনিজুয়েলা সরকার এই হামলাকে "সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আগ্রাসন" বলে আখ্যা দিয়েছে এবং দাবি করেছে, যুক্তরাষ্ট্র দেশটির তেল ও খনিজ সম্পদ দখলের চেষ্টা করছে। সরকার জানিয়েছে, রাজধানীর পাশাপাশি মিরান্ডা, আরাগুয়া ও লা গুইরা রাজ্যেও হামলা হয়েছে। পরিস্থিতির জেরে দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও দ্রুত এসেছে। কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল হামলাকে "রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ" বলে নিন্দা জানিয়ে ভেনিজুয়েলার প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক ডাকার আহ্বান জানান।

কারাকাসে বসবাসকারী সাংবাদিক ও বাসিন্দারা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিস্ফোরণের পর শহরের আকাশে আগুনের গোলা ও ঘন ধোঁয়া দেখা গেছে, বহু মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসে। এক বাসিন্দা বলেন, পুরো মাটি কেঁপে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল বাতাস আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা ১৯৯০ সালে পানামার নেতা ম্যানুয়েল নোরিয়েগাকে গ্রেপ্তারের ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। ক্রাইসিস গ্রুপের বিশ্লেষক ফিল গানসন বলেন, এটি নজিরবিহীন ও আইনগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

মার্কিন প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরেই মাদুরো সরকারকে 'নার্কো-স্টেট' পরিচালনার অভিযোগ করে আসছে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দক্ষিণ আমেরিকায় সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, মাদুরো বারবার অভিযোগ করে আসছেন, যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক চাপের মাধ্যমে তাঁর সরকার উৎখাত করে ভেনিজুয়েলার তেলসম্পদ দখল করতে চায়।

শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

আদিত্যনাথ সাভিত্রীবাই ফুলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "'ক্রান্তিজ্যোতি' সাভিত্রীবাই ফুলি সাহস, সংগ্রাম এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে সমাজে শিক্ষা, সমতা এবং নারী অধিকারের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। তাঁর জীবন সামাজিক পরিবর্তন এবং মানব মর্যাদার প্রতীক।"

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেকা গুপ্তা সাভিত্রীবাই ফুলেকে "নারী শক্তির প্রতীক এবং সামাজিক সংস্কারের অগ্রদূত" হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "একটি রক্ষণশীল মনোভাব এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি নারীদের শিক্ষার অগ্নিস্বরূপ আগুন জ্বালিয়েছিলেন। দেশের প্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে তিনি অচ্ছুততা, লিঙ্গ বৈষম্য এবং সামাজিক অসমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর অবদান ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে খোদিত থাকবে।"

তিনি আরও বলেন, "সাভিত্রীবাই ফুলির অবদান, যিনি শিক্ষা মাধ্যমে অবহেলিত ও শোষিত সমাজকে শক্তিশালী করেছিলেন, অনন্য। তাঁর ত্যাগ ও সামাজিক পরিবর্তনের যাত্রা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

প্রদেশ কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, জ্যোতিরাও ফুলের সঙ্গে যৌথভাবে সাবিত্রীবাই ফুলে নারী শিক্ষা বিস্তারে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা ভারতীয় সমাজকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতি, অবমাননা ও বাধা সত্ত্বেও তিনি পিছিয়ে যাননি। বরং মেয়েদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেন, সাবিত্রীবাই ফুলে কেবল একজন শিক্ষাবিদ নন, তিনি ছিলেন সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতীক। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা আমাদের দায়িত্ব। তাঁরা রাজ্য ও দেশে নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সমতার প্রশ্নে কংগ্রেস দলের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন।

যুবতীকে শ্লীলতাহানি, গ্রেফতারের

● প্রথম পাতার পর

ফেরার পথে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও সদ্য বিবাহিত যুবক রাজ নন্দী তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে।

যুবতীর অভিযোগ, অভিযুক্ত আচমকাই তার পথরোধ করে কুপ্রস্তাব দেয় ও শারীরিকভাবে হেনস্তার চেষ্টা করে। যুবতী চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নির্যাতিতার পরিবার ঘটনার দিনই চুরাইবাড়ি থানায় অভিযুক্তের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ দায়েরের একাধিক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশএই অভিযোগেই শনিবার পথ অবরোধে নামেন স্থানীয় মানুষজন।

অবরোধকারীদের দাবি, স্থানীয় পুলিশের অনিচ্ছা ও গাফিলতির কারণেই অভিযুক্ত এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। আরও গুরুতর অভিযোগ তুলে তারা বলেন, পুলিশ নাকি নির্যাতিতার পরিবারকে জানিয়েছে যে অভিযুক্তকে আটক করা সম্ভব নয় এবং আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এমন বক্তব্যে ক্ষোভ আরও বেড়েছে বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

এদিন মনিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষজনের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন অংশের বাসিন্দারাও এই অবরোধে সামিল হয়ে পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সংবাদ সংগ্রহের সময় পর্যন্ত অবরোধ চলছিল। যদিও দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চললেও পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি বলে দাবি অবরোধকারীদের।তাঁরা জানান, দাবি পূরণ না হলে লাগাতার আন্দোলন ও অবরোধ চালিয়ে যাওয়া হবে।অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে সড়ক অবরোধের ফলে চুরাইবাড়ি—কদমতলা মূল সড়কের দু'পাশে শত শত ছোট-বড় যানবাহন আটকে পড়ে। এর ফলে সাধারণ যাত্রী, নিত্যযাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে এবং জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন তাকিয়ে স্থানীয় মানুষজন।

পিকনিকের ভরা মরশুমেও প্রায় খালি বড়মুড়া ইকোপার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি: একটা সময় অনেক স্বপ্ন সাথে নিয়ে তেলিয়ামুড়া তথা রাজ্যের মধ্যে পথচলা শুরু করেছিল বড়মুড়া ইকোপার্ক। সময়ের সাথে এই পার্ক অনেক কিছুর সাক্ষী, এরই মধ্যে নাম বদল হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বছর সরকারের তরফ থেকে তথা পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে দাবি সামনে আসে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্র গুলোকে বিকশিত করার জন্য সরকারের উদ্যোগ জারি রয়েছে। তবে একেবারে জাতীয় সড়ক লাগোয়া, বড়মুড়া বা হাতাই কতর ইকোপার্ক যেন অন্য কথা বলছে।

এই পার্ক তথা পিকনিক স্পট ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষের আকর্ষণ হারাচ্ছে। এই কথা আমরা বলছি না, এই কথা বলছেন যারা কোন না কোন ভাবে পার্কের সাথে যুক্ত বা পরিচালন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। বরোমনা ইকোপার্ক সহ পিকনিক পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রণব দেবনাথ দাবী করেছেন ডিসেম্বর মাস অব্দি যা পরিসংখ্যান তাতে পরিষ্কার বড় মুড়াতে পিকনিকের সংখ্যা কমছে, একই রকম ভাবে পার্কের কর্মী জয়চন্দ্র রূপিণী দাবি করলেন কারণ জানা নেই তবে মানুষ আসছেন না। ঠিক পার্কের সম্মুখে যে ক্যান্টিন বা দোকান রয়েছে তার পরিচালক দীপক দাস দাবি করলেন পর্যটন দপ্তরের খামখেয়ালিপনা এবং নজরদারির অভাবে ছন্নছাড়া অবস্থা তৈরি হয়েছে। মূল ঘটনা হচ্ছে অজানা কারণে এই পার্কটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষের দাবী হচ্ছে পার্কটা ভালো অবস্থায় ফিরে আসুক।

যদিও এটা ঘটনা বিগত বছর থেকে বোটিং চলছে, কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরও যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন দরকার এই বিষয়টা যত তাড়াতাড়ি প্রশাসনের কর্তাদের বোধগম্য হবে ততটাই মঙ্গল।

পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে বিট অফিসার নির্মল দাসের ভূমিকা নিয়েও। যেই পর্যটন দপ্তর সব সময় দাবি করে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্র কে উন্নত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত সেই পর্যটন দপ্তরের খামখেয়ালীপনাতে যখন বড়মুড়া ইকো পার্কের এই দৈন দশা সামনে আসে তখন কিন্তু আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। দপ্তর দৃষ্টি দিক, রাজ্যের এই পর্যটনক্ষেত্রগুলিকে আরো উন্নত করে তুলুক, দাবি স্থানীয়দের।

সাতচাঁদ এগ্রি সাব ডিভিশনে কৃষকদের মধ্যে মিনি পাওয়ার টিলার ও স্প্রে মেশিন বিতরণ

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি : কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সাতচাঁদ এগ্রি সাব ডিভিশনে দক্ষিণ জেলা পরিষদের উদ্যোগে অন্নদাতা কৃষকদের মধ্যে মিনি পাওয়ার টিলার ও স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমানো এবং চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি, কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, স্থানীয় নেতৃত্ব ও উপকারভোগী কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক কৃষকই সময়মতো জমি চাষ বা ফসলের সঠিক পরিচর্যা করতে পারেন না। মিনি পাওয়ার টিলার ও স্প্রে মেশিন কৃষকদের সেই সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, এই যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কৃষকদের শ্রম ও সময় দুটোই সাশ্রয় হবে এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এই ধরনের সহায়তা বিশেষভাবে উপকারী হবে।উপকারভোগী কৃষকরা দক্ষিণ জেলা পরিষদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জানান, মিনি পাওয়ার টিলার ও স্প্রে মেশিন পেয়ে তাঁদের চাষাবাদ অনেক সহজ হবে। তাঁরা এই সহায়তার জন্য জেলা পরিষদ ও কৃষি দপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও কৃষকদের স্বার্থে এ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে, যাতে অন্নদাতারা আরও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভি রাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কংগ্রেসের ৪৫ দিনের দেশব্যাপী আন্দোলন ঘোষণা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী, নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের সাফল্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি শনিবার সদ্য প্রণীত ভি র‍্যাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এক দৃঢ় আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসের দাবি, এই নতুন আইনটি মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এমএনআরইজিএ)-কে প্রতিস্থাপন করে গ্রামীণ পরিবারগুলির আইনগত কর্মসংস্থান নিশ্চয়তাকে দুর্বল করেছে।

কংগ্রেস জানিয়েছে, আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৫ দিনের দেশব্যাপী আন্দোলন চলবে। দলটির অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের অধিকার খর্ব করছে এবং প্রায় দুই দশক ধরে এমএনআরইজিএ যে নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ভরসা দিয়েছিল, তা ক্ষুণ্ণ করছে।

আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশজুড়ে গ্রাম ও ব্লক স্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচি, পদযাত্রা, জনসভা এবং জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে। পাশাপাশি এমএনআরইজিএ-র শ্রমিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে নতুন আইনটির গরিব-বিরোধী ও শ্রমিক-বিরোধী চরিত্র তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস।

এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি ভেনুগোপাল বলেন, কৃষক আন্দোলনের মতো ধারাবাহিক গণচাপ ও জনআন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করা হবে। তাঁর বক্তব্য, যেভাবে মোদি সরকারকে কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেভাবেই ভি র‍্যাম জি আইনও প্রত্যাহার করতে হবে।

এদিকে এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ জানান, এই আন্দোলন দিল্লিকেন্দ্রিক হবে না; পঞ্চায়েত থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত দেশজুড়ে 'সংগ্রাম' রূপে তা পরিচালিত হবে। অন্যান্য বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আলোচনা চলছে এবং ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারে।

এই আন্দোলনে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়ক, বিভিন্ন ফ্রন্টাল সংগঠন, তৃণমূল কর্মী এবং নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে বলে দলটি জানিয়েছে।

চন্দ্রপুর বাজারে নয়দিনব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনের সমাপ্তি দিনে উপস্থিত সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: চন্দ্রপুর বাজারে হরিনাম সংকীর্তন নয় দিনব্যাপী সমাপ্তি দিনে উপস্থিত হন ভারতীয় জনতা পার্টি দলের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ সহ ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আজ চন্দ্রপুর বাজারে নয় দিনব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত দিনে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদরা যে ভট্টাচার্য বলেন চন্দ্রপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিবছর সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য সুন্দরভাবে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠিত করার জন্য তিনি চন্দ্রপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এ ধরনের প্রচার প্রসার তারই অঙ্গ।

প্রথম দিনে ৩,৮৫,৯২৬ টাকার বই বিক্রি দ্বিতীয় দিনে কবিতা পাঠ, আলোচনাচক্র, বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি:হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে গতকাল শুরু হওয়া ৪৪তম আগরতলা বইমেলার প্রথম দিনে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯২৬ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

আগরতলা বইমেলার আজ ছিল দ্বিতীয় দিন। এবছর আগরতলা বইমেলার মূল থিম হলো- ''বন্দে মাতরম''। আজ বইমেলার দ্বিতীয় দিনে কবি সম্মেলন, আলোচনাচক্র, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আজ বইমেলার কবি সম্মেলন ও বই প্রকাশ মঞ্চে পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার মোট ৫৮ জন কবি বাংলা ও মণিপুরী ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট কবি নন্দিতা ভট্টাচার্য।

এছাড়া এই মঞ্চে রূপকল্পের চোখ:- কবি জীবনানন্দ দাশ ও সাহিত্যিক বিভূতীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিষয়ে আলোচনা করেন ড. রাজেশ ভট্টাচার্য, ড. প্রণব কুমার দাস ও ড. মঞ্জুরী বিশ্বাস। এছাড়া এই মঞ্চে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ ও শিশু সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। মঞ্চে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের সহায়তায় ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণ ''সাইবার ক্রাইম''- এর উপর নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সন্ধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে গোমতী জেলার শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়া জনজাতি শিল্পীগণ মামিতা নৃত্য, একক সংগীত ও সারিন্দ্রা বাদন পরিবেশন করেন। এছাড়া শিল্পীগণ যন্ত্রানুসংগীত, একক সংগীত, সমবেত সংগীত ও সমবেত নৃত্যে অংশ নেন। সঞ্চালনা করেন শিল্পী শাঁওলি রায়।

রাজ্য সরকার শহরের রাস্তা, পয়:প্রনালী, নগর উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: রাজ্য সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণকে সব ধরনের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে একটি নতুন আগরতলা শহর গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। আজ আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছি এবং রাস্তাগুলিকে সুন্দর করেছি। ড্রেন নির্মাণের কারণে মানুষ সমস্যায় পড়ছেন, এমনকি বাড়িঘরেও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা যখন কিছু নির্মাণ করি তখন আমাদেরও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু একবার এটি সম্পন্ন হয়ে গেলে সেটা অনেক কাজে লাগবে এবং কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। আমরা একটি রিং রোড ও মাল্টি লেভেল কার পার্কিং নির্মাণ করছি। গুর্খাবস্তিতে সর্বোচ্চ বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে, যেখানে সমস্ত ডিরেক্টরেট নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা পরিকাঠামো উন্নয়নের সাথে একটি নতুন আগরতলা এবং একটি নতুন ত্রিপুরা তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলের বিজ্ঞানকে অবহেলা করা উচিত নয়। শীতকালে রক্তচাপ এবং সঠিক রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখতে আমাদের অবশ্যই গরম জল পান করতে হবে। এসব বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। আমরা ৮ টাউন বড়দোয়ালী বাসিন্দাদের সহ জনগনকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা দেওয়ার জন্য কাজ করছি। সময় কারও জন্য অপেক্ষা করবে না, তবে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কাজের কোন বিকল্প নেই। আপনি যদি সঠিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে কাজ করেন তবে মানুষ আপনাকে কখনই ভুলবে না। রক্তদানের চাইতে মহৎ কাজ কিছু হয় না। আমাদের কাজকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষ সহজে লিভার বা কিডনি দান করতে পারে না। এরমধ্যেও রক্ত ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর কোনো ধর্ম নেই। নারী, পুরুষ, শিশু বা ৬০ বছর বয়সী মানুষের রক্ত একই, আমরা সবাই এক এবং আমরা মানুষ। যারা রক্ত দেন তারা জানেন না যে কোথায় এবং কার জন্য এই রক্ত ব্যবহার করা হবে। পজেটিভ ও নেগেটিভ গ্রুপ সহ রক্তের আটটি গ্রুপ রয়েছে। রক্তদান মানবদেহের জন্য উপকারী এবং সমাজে একটি বিশেষ বার্তাও দেয়। জরুরী প্রয়োজনে আমাদের অবশ্যই রক্ত মজুতের প্রয়োজন রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর অলক রায়, সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

এঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে যুব কংগ্রেসের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি:ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং নর্থ ইস্ট ইউথ কংগ্রেস কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে এঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডের সঠিক ও সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এক মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মশাল মিছিল থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীলকমল সাহা, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি, বলেনউত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা প্রায়শই বহিরাজ্যে কাজ বা পড়াশোনার জন্য গিয়ে এঞ্জেল চাকমার মতো হেনস্তার শিকার হন। অনেক সময় তাঁদের 'চাইনিজ' বলে অপমান করা হয়, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়।

তিনি এঞ্জেল চাকমার হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেন। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকল দোষীকে দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানান।

মশাল মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা, সম্মান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে স্লোগান তোলেন এবং জানান, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

রাজ্যে ১০টি স্থানে নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প শুরু: বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড নদী থেকে হাইড্রোকাইনেটিক টার্বাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের ১০টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ২৪অ৭ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। আজ বনমালীপুরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী সুপার ইসিবিসি ভবনের ভূমিপূজায় অংশগ্রহণ করে এই তথ্য জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি গ্রহণ না করলে মানুষ ও রাজ্য সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবে। আমাদের সরকার নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের চেষ্টা করছে। সুপার ইসিবিসি ভবনের জন্য ১২.৩৩ কোটি টাকা খরচ হবে, এবং দেশের অন্যান্য জায়গায় আরও পাঁচটি ভবন নির্মাণাধীন। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরাতেই এই সুপার ইসিবিসি বিল্ডিং নির্মিত হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা।

তিনি আরও জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে পিক আওয়ারে প্রায় ৩৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে এই চাহিদা প্রায় ৬৫০ মেগাওয়াটে পৌঁছাবে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে, যদিও মাঝে মাঝে ট্রিপিং হয়। বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে ১০.৫৭ লাখ, যা ২০১৮ সালের আগে ৭.২১ লাখ ছিল। এটি রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের প্রমাণ।

মন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যে যদি ৫ লাখ পরিবার ২ কিলোওয়াটের সোলার প্যানেল স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিদ্যুৎ যোজনার আওতায়, আমরা প্রতিদিন ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব। এটি মানুষ ও রাজ্যকে ঠিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতি আরও এগিয়ে যাবে, জিডিপি বাড়বে এবং ব্যক্তিগত আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ নিগম ২০০০টি সরকারি ভবনে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে, যার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হলে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এপর্যন্ত ১৫,০০০ মানুষ সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সৌর শক্তির কোনো সীমা নেই। বর্তমানে আমরা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। তাই বিদ্যুৎ খাতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা অপরিহার্য। আমরা দেখেছি ডুম্বুর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব, কিন্তু হাইড্রোকাইনেটিক টার্বাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নদী থেকে ১৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এই জন্য ১০টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলি হলো চাকমাঘাট, মহারাণী, ডুম্বুর, নতুন বাজার, কলসি, মনু, কুলাই, ফেনী, ধলাই নদী এবং অম্পি, লক্ষীপুর। আগামী মাস থেকে প্রকল্প প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।"

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার, পুর নিগমের কর্পোরেটরগন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

খোয়াইয়ে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: খোয়াই থানার উদ্যোগে এবং খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের যৌথ ব্যবস্থাপনায় শনিবার দুপুরে কলেজের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকজাতীয় অপরাধ থেকে সমাজকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এক বিশেষ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি অপর্ণা সিংহ রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস, খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, আইনজীবী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, কলেজের অধ্যক্ষ খোকন মজুমদার, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক পদ্মরাম দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সমাজে নেশার ভয়াবহ প্রভাব, বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব এবং এর ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি তুলে ধরেন। পাশাপাশি মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ রোধে আইনি সচেতনতা, সামাজিক দায়িত্ব ও তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন যুক্তি ও মতামতের মাধ্যমে সমাজ রক্ষায় সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উপস্থিত অতিথিরা এই ধরনের উদ্যোগ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ভালোবাসার বিয়ে, পরিণতিতে নির্যাতনতেলিয়ামুড়ায় গৃহবধূ নির্যাতনের অভিযোগ, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়া থানাধীন ব্রহ্মছড়া এলাকায় ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ের করুণ পরিণতির অভিযোগ সামনে এসেছে। গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত থানার দ্বারস্থ হয়েছেন এক গৃহবধূ।

অভিযোগ অনুযায়ী, ভালোবাসার সম্পর্কের পর পরিবারকে উপেক্ষা করে বিয়ে করেছিলেন ওই গৃহবধূ। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন তিনি। নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া থানায় গিয়ে স্বামীসহ শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জানান, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত চলছে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সংগ্রাম, চিন্তা-ভাবনাকে সারা দেশের মানুষের কাছে উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে: সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে নলছড় দশমীঘাট ময়দানে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের গতকাল ছিল দ্বিতীয় দিন। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রীনা দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য অধুনা বাংলাদেশের তিতাস নদীর অববাহিকা থেকে এক সময় উদ্বাস্তু হয়ে এখানকার রুদিজলাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবনের নতুন আশা খুঁজে পাওয়া জেলে সমাজের দুর্দশার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নদী কেন্দ্রীক এই মানব সভ্যতা গড়ে ওঠার পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে সেটাকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের সংগ্রাম, চিন্তা-ভাবনাকে সারা দেশের মানুষের কাছে উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে বর্তমান রাজ্য সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করার জন্যও সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি কৃষকদের আত্মনির্ভর করার জন্য রাজ্য সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, রাজ্য সরকার তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে এই উৎসবকে রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এই উপন্যাসে জেলে সমাজের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া আলোচনা করেন বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার এবং আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নলছড় ব্লকের বিডিও সুরঞ্জিত সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস, সমাজসেবী উত্তম দাস, লোকজিৎ দেবনাথ প্রমুখ।

কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ জানুয়ারি: আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কৈলাশহর পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আজ কৈলাসহরের ঊনকোটিক কলা ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে স্বামীজীর প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, জেলা শিক্ষা অধিকারী প্রশান্ত কিলিকদার, সাথে ছিলেন রাজ্য ও বহিরাজ্যের স্বামীজিরা। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ, আসামের শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, আসামের শিলচরের রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী গনদিশানন্দ জি মহারাজ, ও কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গিরিজানন্দ মহারাজ। এই মহতী অনুষ্ঠানে কৈলাশহরের বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রচুর ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

শিক্ষা ছাড়া কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি: শিক্ষা ছাড়া কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়এই বার্তাই উঠে এল তেলিয়ামুড়া মহকুমার এক অভিভাবক সভা থেকে। শনিবার তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনাধীন গ্রামীণ এলাকা বাইশগড়িয়ায় অবস্থিত নঙ্গৈতালিম উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসএমসি কমিটির উদ্যোগে অভিভাবক-অভিভাবিকা সাধারণ সভায় এ কথা বলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

বাইশগড়িয়ায় অবস্থিত নঙ্গৈতালিম উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসএমসি কমিটিরসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "ছেলেমেয়েদের যথাযথ যত্ন ও দিকনির্দেশনা দিতে পারলে তাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব। শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। একটি এলাকার প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা একযোগে কাজ করেন।"

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকারা এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবকরা। সভায় স্কুলের পরিকাঠামোগত একাধিক সমস্যা তুলে ধরেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের দাবি জানানো হয় মন্ত্রীর কাছে।

এই দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষার্থে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি তিনি স্পষ্টভাবে জানান, যাঁরা বিদ্যালয়ের জমি দখল করে রয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে সেই জমি দখলমুক্ত করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, কারণ বিদ্যালয়ের স্বার্থ সবার ঊর্ধে।সভা শেষে অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তাঁদের আশা, প্রশাসনিক সহযোগিতায় ও সম্মিলিত উদ্যোগে নঙ্গৈতালিম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে।

বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী এনএসএস শিবির সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ জানুয়ারি: বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী এনএসএস শিবির সমাপ্ত হয়েছে। শিবিরকে কেন্দ্র করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সফল নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হয়। গত ২৬ শে ডিসেম্বর থেকে বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে এন.এস.এস এর সাত দিনব্যাপী বার্ষিক শিবির।কিন্তু বিশেষ কারণবশত দুই দিন বন্ধ ছিল। তাই আজ ৩ রা জানুয়ারি সমাপ্ত করা হয়।মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছে স্কুলের হল গৃহে।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায় , কৈলাশহর পৌর পরিষদের স্থানীয় কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায় , শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর রাজেশ দেববর্মা, স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হরিপদ ঘোষ, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকেই। এই সাতদিন বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে স্কুলে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা করা হয়েছে। তৎ সঙ্গে একদিন এনএসএস এর ভলেন্টিয়ার্সরা আরজিএম হাসপাতালে স্বচ্ছ অভিযান এবং রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করেছে।

খেলাধুলা

বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে বাদ দিল কেকেআর

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি : আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) মরশুমের আগে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)।শনিবার কেকেআর এক বিবৃতিতে জানায়, বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।গত মাসে আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত আইপিএল মিনি নিলামে ৯.২০ কোটি টাকায় মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে তীব্র দর কষাকষির পর ৩০ বছর বয়সি বাঁহাতি এই পেসারকে কিনেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তবে দল ঘোষণার পর থেকেই বিষয়টি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়।কেকেআর-এর সহ-মালিক অভিনেতা শাহরুখ খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মহল ও কয়েকজন ধর্মীয় নেতার তরফে সমালোচনা ওঠে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুস্তাফিজুরের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মহারাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাজ্যে আপত্তি জানানো হয়। রাজনৈতিক দলগুলিও প্রকাশ্যে শাহরুখ খানকে আক্রমণ করে।

শনিবার কেকেআর জানায়, "আইপিএল-এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিসিসিআই/আইপিএল কর্তৃপক্ষ আসন্ন মরশুমের আগে মুস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া ও আলোচনার মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে।" একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, আইপিএল নিয়ম অনুযায়ী কেকেআর পরিবর্ত খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি পাবে।

এর আগে বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, "সাম্প্রতিক সামগ্রিক পরিস্থিতির" কথা মাথায় রেখেই কেকেআরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, প্রয়োজন হলে কেকেআর বিকল্প খেলোয়াড় নামাতে পারবে।

মুস্তাফিজুর রহমান ২০১৬ সাল থেকে আটটি আইপিএল মরশুমে অংশ নিয়েছেন। ২০১৯ ও ২০২০ সাল ছাড়া নিয়মিতই তিনি এই লিগে খেলেছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল খেলেছেন তিনি। কেকেআর-এর হয়ে এটি তাঁর প্রথম মরশুম হওয়ার কথা ছিল।

এদিকে, দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্কও বর্তমানে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। গত বছর দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড সাদা বলের সিরিজ স্থগিত করেছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শুক্রবার জানায়, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সেই সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বিসিসিআই এখনও সূচি নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি এবং বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সম্মতি দেওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর আগস্টে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি হয় এবং তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। চলতি বছরে এক ট্রাইব্যুনাল তাঁকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়, আন্দোলনের সময় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর ভূমিকার অভিযোগে।

এরপর থেকে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কেও টানাপোড়েন দেখা যায়। বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ একাধিকবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারকে তলব করে। পাল্টা ভারতও একবার বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে ডেকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানায়।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর উদ্যোগ আঞ্চলিক রাজনীতিকে আরও জটিল করেছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

চৌধুরী চরন সিং স্মৃতি রাজ্য মহিলা ফুটবলের ফাইনালে আজ ধলাই-গোমতী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য স্তরীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (রবিবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত চৌধুরী চরন সিং মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬ এর ফাইনালে ধলাই জেলা দল এবং গোমতী জেলা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আগামীকাল, রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি এবং প্রাইজমানি তুলে দেবেন। উল্লেখ্য, বেলা ১১ টায় একই মাঠে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও সিপাহীজলা জেলা দলের মধ্যে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য, আজ, শনিবার বেলা এগারোটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে ধলাই জেলা দল তিন-দুই গোলের ব্যবধানে উত্তর ত্রিপুরা জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। প্রথমার্ধে উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল এক-শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল।

বিজয়ী দলের পক্ষে সোনিয়া সিনহা খেলার দ্বিতীয়ার্ধে একাই তিনটি গোল করে একদিকে যেমন হ্যাটট্রিকের সুনাম অর্জন করেছেন অপরদিকে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের প্রাইজমানি, খেতাবও পেয়েছেন। বিজিত উত্তর ত্রিপুরা জেলার পক্ষে বিনতা সিনহা ও উনিকি রিয়াং খেলার দুই অর্ধে দু-টি গোল করেন।

খেলা দেড়টায় অনুষ্ঠিত অপর সেমিফাইনালে গোমতী জেলা দল ৩-২ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা এক-এক গোলে সমতা বিরাজ করছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে স্মৃতি জমাতিয়া একটি এবং রেশমি কলৈই দুটি গোল করেন। অপরদিকে বিজিত সিপাহীজলা জেলা দলের পক্ষে শিবানী দেববর্মা খেলার দুই অর্ধে দু-টি গোল করেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দলে নেই শামি

নয়াদিল্লি।। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। অধিনায়ক হয়েছেন ঘাড়ের চোট সারিয়ে ওঠা শুভমন গিল। চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারও। তাঁকে রাখা হয়েছে শর্তসাপেক্ষে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দলেও জায়গা হয়নি বাংলার জোরে বোলার মহম্মদ শামির।

বিজয় হজারে ট্রফিতে বেশ কয়েক জন ভাল পারফর্ম করলেও পরীক্ষার পথে হাঁটেননি অজিত আগরকরেরা। মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলা দলকেই ধরে রাখা হয়েছে। শ্রেয়সকে সহ-অধিনায়ক হিসাবে রাখা হলেও একটি শর্ত রাখা হয়েছে। তাঁর দলে থাকার বিষয়টি নির্ভর করবে ফিটনেসের উপর। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁকে দলে রাখা হয়েছে। যদিও চোট পাওয়ার পর শ্রেয়স এখনও কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা বিবেচনা করে এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহ এবং হার্দিক পাণ্ড্যকে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে পেটে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স। তার পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে শ্রেয়সকে। কিন্তু প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। চোট পাওয়ার দু'মাস পর ম্যাচে ফিরতে চলেছেন শ্রেয়স। সব ঠিক থাকলে আগামী ৬ জানুয়ারি মুম্বইয়ের হয়ে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হজারে ট্রফির ম্যাচ খেলতে পারেন শ্রেয়স।

বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে রাখা যাবে না! শাহরুখ খানের কেকেআরকে নির্দেশ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের

বাংলাদেশের জোরে বোলার মুস্তাফিজুর রহমান খেলতে পারবেন না আইপিএলে। কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পরিবর্তে অন্য কোনও ক্রিকেটারকে সই করানোর সুযোগ পাবেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকীয়া মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশের কথা জানিয়েছেন।

ভারত-বাংলাদেশ বর্তমান টানাপোড়েনের প্রভাব আইপিএলে? আগামী আইপিএলে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসাবে খেলার কথা ছিল মুস্তাফিজুরের। নিলামে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। আইপিএলের অন্যতম সফল বোলার মুস্তাফিজুর। বাংলাদেশের বাঁহাতি জোরে বোলার ডেথ ওভারে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করতে পারেন। সে কথা মাথায় রেখেই দলের বোলিং শক্তিশালী করার জন্য মুস্তাফিজুরকে দলে নেন বেঙ্কি মাইসোরেরা। কিন্তু বিসিসিআইয়ের নির্দেশের পর তাঁকে খেলাতে পারবে না শাহরুখ খানের দল। পরিবর্তে অবশ্য অন্য কাউকে সই করানোর সুযোগ থাকছে কেকেআর কর্তৃপক্ষের কাছে। বিদেশি ক্রিকেটারও নিতে পারবে কেকেআর।

২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ২০০৯ সাল থেকেই পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের জন্য আইপিএলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বিসিসিআই। গত বছর পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত-পাক ক্রিকেট সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও কি একই অবস্থান নিল বিসিসিআই? মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের মনে। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত সাময়িক না দীর্ঘমেয়াদী তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব নয়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও কিছুটা শিথিলতা এসেছে। সম্প্রতি নোয়াালিতে দীপু দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়ার পর ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি-সহ বেশ কিছু দল। দীপু দাসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারও। তার পর থেকে আইপিএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারের থাকা নিয়ে প্রতিবাদ শুরু হয়। বিজেপি, শিবসেনার মতো দল সরাসরি সুর চড়ায় বিসিসিআই এবং কেকেআর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

লংতরাই ভ্যালির বিরুদ্ধে কসমোপলিটনের জয় শুধু এখন সময়ের অপেক্ষায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কসমোপলিটনের জয় শুধু এখন সময়ের অপেক্ষায়। প্রতিপক্ষ লংতরাই ভ্যালি নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন। হাতে যদিও তাদের আরও সাত উইকেট বর্তমান। তবে পিছিয়ে রয়েছে ২৪৫ রানে। প্রথম ইনিংস ৯৭ রানে শেষ হওয়া দল লংতরাই ভ্যালি দ্বিতীয় ইনিংসে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১২ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৩৪ রান সংগ্রহ করতে তিন উইকেট হারিয়ে ফেলে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের। বিলোনিয়ায় বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে প্রথম রাউন্ডের খেলায় কসমোপলিটনের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ১৯৩ রানের জবাবে লংতরাই ভ্যালি তাদের প্রথম ইনিংস ৯৭ রানে শেষ করে। ৯৬ রানে লিড নিয়ে কসমোপলিটন ফের দ্বিতীয় ইনিংস ৫৮ ওভারে ১৮২ রানে শেষ করে লংতরাই ভ্যালিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে কসমোপলিটনের অনিক দাসের ৬৪টি রান এবং অনুরাগ দাসের ৫২ রান যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক দেবজ্যোতি পালের ৬৯ রান এবং অনুরাগের ৫০ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিং এ দেবজ্যোতি পাল প্রথম ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পায় ৩০ রানের বিনিময়ে। লংতরাই ভ্যালির দীপাঞ্জন দাস ও বিপিন দেবনাথ যথাক্রমে দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট পেয়েছে।

শান্তনুর শতকে ব্যাকফুটে খোয়াই সরাসরি জয়ের লক্ষ্যে কমলপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ওপেনার শান্তনুর দুর্দান্ত শতরান। প্রথম ইনিংসে দারুন লিড কমলপুরের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াইয়ের প্রথম ইনিংসও শেষ ১৭০ রানে। কমলপুর লিড পেয়েছে ১৫৯ রানে। আগামীকাল রবিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে কমলপুর ইচ্ছে করলে খোয়াইকে ফলোঅনে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। যদি এমনটাই হয়, তবে খোয়াইকে ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাট হাতে মাঠে নামতে হবে ১৬০ রানের টার্গেট করে। দুই দিনের খেলা শেষে ম্যাচের যা পরিস্থিতি, তা সমভাবে বজায় থাকলে ম্যাচটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হবে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে কমলপুর ৩ পয়েন্ট পেয়ে যাবে। এককথায় টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কমলপুর খোয়াইয়ের ম্যাচটি নীপকো মাঠে এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। কমলপুরের ওপেনার শান্তনু শুক্ল দাসের অনবদ্য ১৪০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। শান্তনু ২০৯ বল খেলে ২২ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া অধিনায়ক অভ্রজিৎ দাসের ৫৪ রান এবং সায়ন দীপ সূত্রধরের ৬৪ রানও উল্লেখ করার মতো। খোয়াই এর বিশাল দাস একাই পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল ৬৪ রানের বিনিময়ে। খোয়াইয়ের ওপেনার শুভজিৎ কুরী সর্বাধিক ৪৫ রান পেয়েছে। এদিকে কমলপুরের অভ্রজিত দাস পেয়েছে চারটি উইকেট ৪৫ রানের বিনিময়ে।

অনূর্ধ ১৮ : পোলস্টারের বিরুদ্ধে ইনিংস পরাজয় এড়াতে লড়ছে জিরানিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন জিরানিয়া। যদিও তাদের হাতে এখনও সাত উইকেট বর্তমান। পিছিয়ে রয়েছে ৬৫ রানে অর্থাৎ ইনিংস পরাজয় এড়াতে হলে জিরানিয়াকে আরও ৬৬ রান সংগ্রহ করতে হবে।

আগামীকাল, রবিবার উদয়পুরের জামজুরি মাঠে ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিন।

খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের। জিরানিয়া দল আজ শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ৫৫ রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে ১৫ রান যোগ করে, মোট ৭০ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে পোলস্টার বুদ্ধি করে খেলে ৪৫.৪ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৫২ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়।

৮২ রানে পিছিয়ে থেকে জিরানিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। অপরাহ্নে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে জিরানিয়া ১০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ১৭ রান সংগ্রহ করতে তিন উইকেট হারিয়ে ফেলে। ব্যাটিংয়ে পোলস্টারের উইকেট রক্ষক আকাশ সরকার সর্বাধিক ৩৮ রান পায় ৬১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। জিরানিয়ার অধিনায়ক তথা ওপেনার শুভজিৎ দাস সর্বাধিক ৩৫ রান পেয়েছিল ১৫৫ বল খেলে। বোলিংয়ে পোলস্টারের আকাশ দে চারটি উইকেট পেয়েছে ১৮ রানের বিনিময়ে। জিরানিয়ার শুভ্রজিৎ দেবনাথ পেয়েছে তিনটি উইকেট ৪৫ রানের বিনিময়ে।

চালকের আসনে উদয়পুর থাকলেও লড়াকু মেজাজে টিম ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড উদয়পুরের। স্বাভাবিক কারণে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে আপাতত উদয়পুর চালকের আসনে অবস্থান করছে। তবে প্রতিপক্ষ ধর্মনগর কিন্তু ছেড়ে দিতে চাইবে না। ম্যাচ দ্বিতীয় দিনের শেষে বেশ জমজমাট পর্যায়ে বলা যায়। আগামীকাল রবিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে ফলাফল কার পক্ষে যাবে সেটা হলফ করে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। প্রথম দিনে উদয়পুরের প্রথম ইনিংসের গড়া ২০২ স্কোরের জবাবে ধর্মনগর ৯ রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে ১৫৪ তে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৪৮ রানে লিড নিয়ে উদয়পুর পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৭ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করে। মোটকথা উদয়পুর এই মুহূর্তে ৯০ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে তাদের আরও ৭ উইকেট। ইচ্ছে রয়েছে আগামীকাল প্রথম বেলায় অন্তত পক্ষে ২০০ রানের কাছাকাছি লিড নিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে ধর্মনগর কে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানাবে। লক্ষ্য রয়েছে সরাসরি জয়ের। অন্যথায় উদয়পুরকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ব্যাটিংয়ে উদয়পুরের আফতাব চৌধুরীর ৪৯ রান, ধর্মনগরের কার্তিক পালের ৩৫ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ধর্মনগরের বীরজিৎ দাসের চার উইকেট দখল এখনো সাফল্যের শিখরে রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের অন্তিম দিনে কোনদল কেমন খেলে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

হার্ভে ক্লাবকে ইনিংসে হারিয়ে দুর্দান্ত লীগ সূচনা গন্ডাছড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা গন্ডাছড়ার। তাও ইনিংস সহ ২৫ রানের ব্যবধানে সদরের ক্লাব দল হার্ভেকে হারিয়ে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের খেলায়।

প্রথম দিনে হার্ভের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৫০ রানের জবাবে গন্ডাছড়া খেলার দুই দিনে ৫২ ওভার খেলে ১৬৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে দুর্দান্তভাবে ১১৮ রানের লিড পায়। হার্ভেক্লাব পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আজ, শনিবার ৪১.৫ ওভার খেলে ৯৩ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবেই গন্ডাছড়া ইনিংস সহ ২৫ রানের ব্যবধানে, জয় ছিনিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে গন্ডাছড়ার সুদীপ চক্রবর্তী সর্বাধিক ঊনপঞ্চাশ রান পায়। তবে প্রণব দাসের ২৯ রান এবং হার্ভের প্রিয়জিৎ বণিকের ২৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে গন্ডাছড়ার আকাশ দাস এবং ক্রিমেশ দেববর্মা এবং হার্ভের দ্বীপজয় গুরু বিশ্বাস তিনজনেই পাঁচটি করে উইকেট পেয়েছে। তবে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে ক্রিমেশ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

স্কুল গেমসের যোগাসন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাজ্যে প্রথমবারের মতো শুরু হল ৬ষ্ঠ তম জাতীয় স্কুল গেমসের অনূর্ধ ১৭ বালকদের যোগাসন প্রতিযোগিতা। আগরতলায় এনএসআরসিসিতে জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় দেশের ৩৫টি রাজ্য থেকে প্রায় ৩৫০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। শনিবার দুপুরে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

বিজয় হাজারে ট্রফি

অভিমন্যুর শতরানে জয়ী বাংলা অর্ধশত রান পেলেন ঋষভ পন্থ

নয়াদিল্লি।। সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবু ভারতীয় দলে ফেরা হল না মহম্মদ শামির। শনিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের যে দল বেছে নেওয়া হয়েছে, তাতে নেই শামির নাম। বাংলার পেসার বিজয় হজারেতে তিন উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়ে জবাব দিয়েছেন। জবাব দিয়েছেন আর এক ব্রাত্য দেবদত্ত পাড়িক্কলও। বিজয় হজারেতে চতুর্থ শতরান করেছেন।

অভিমন্যুর শতরান

বিজয় হজারের নকআউটে উঠতে শনিবার অসমকে হারাতেই হত বাংলাকে। তারা জিতল ৮৫ রানে। অসম টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতে অভিষেক পোড়েলকে (১১) হারালেও বাংলা সমস্যায় পড়েনি। একটা দিক ধরে রাখেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তিনি শতরান করেন। উল্টো দিকে বাংলা হারায় সুদীপ ঘরামি (৩২) এবং অনুষ্টুপ মজুমদারকে (৩১)। তবে অভিমন্যুর সঙ্গে জুটি বেঁধে বাংলাকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দেন শাহবাজ আহমেদ (অপরাজিত ৬৬)। পরের দিকে নেমে তিনটি চার এবং একটি ছয় মেরে ১১ বলে ২৫ রানের ইনিংস খেলেন শামি।

বল করতে নেমেও অসমকে প্রথম ধাক্কা দেন শামি। ফেরান ওপেনার প্রদ্যুন শইকীয়াকে (২)। অসমের কোনও ব্যাটারই দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি। সর্বোচ্চ রান ডেনিশ দাসের (৪৩)। শামি ৫৫ রানে ৩ উইকেট নেন। ৪১ রানে ২ উইকেট রোহিত দাসের।

সঞ্জুর শতরান

স্মরণ রবিচন্দ্রন (৬০)। পরের দিকে চালিয়ে খেলেন অভিমন মনোহর (অপরাজিত ৭৯)। কর্নাটকের ৩৩২/৭-এর জবাবে ত্রিপুরা শেষ হয়ে যায় ২৫২ রানে। অন্য দিকে, সঞ্জুর শতরানে ভর করে কেরল আট উইকেটে হারিয়েছে ঝাড়খন্ডকে।

পন্থের অর্ধশতরান

এক দিনের দলে তাঁর জায়গা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তবে নিউ জিল্যান্ড সিরিজে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। সে দিনই দিল্লির ম্যাচে অপরাজিত অর্ধশতরান করে দলকে জেতালেন ঋষভ পন্থ। সার্ভিসেসের ১৭৮ রান মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই তুলে দিয়েছে দিল্লি। পন্থ অপরাজিত থেকেছেন ৩৭ বলে ৬৭ রানে। মেরেছেন চারটি চার এবং ছ'টি ছয়।

বিশ্বরেকর্ড

নয়াদিল্লি।। বিশ্বরেকর্ড বৈভব সূর্যবংশীর। অনূর্ধ-১৯ ভারতের হয়ে অনূর্ধ-১৯ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নজির গড়ল ১৪ বছরের ব্যাটার। প্রথম যুব এক দিনের ম্যাচে বৈভব টস করার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল নতুন বিশ্বরেকর্ড। ভেঙে গেল পাকিস্তানের আহমেদ শাহজাদের রেকর্ড। ১৪ বছর ২৮২ দিন বয়সে ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলকে নেতৃত্ব দিল বৈভব। বিশ্বের আর কোনও ক্রিকেটার এত কম বয়সে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাননি। অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ-১৯ দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অনূর্ধ-১৯ দলকে শাহজাদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৫ বছর ১৪১ দিন বয়সে। ২০০৬ সালে তিনি এই নজির গড়েছিলেন। ১৯ বছর পর তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিল ভারতের বৈভব। ভারতের অনূর্ধ-১৯ দলের নিয়মিত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে এবং সহ-অধিনায়ক বিহান মালহোত্রা

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

যোগাসন শিশুর সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: যোগাসনের মতো মহান ভারতীয় ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণ প্রতিভাদের একত্রিত হওয়া শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং এটি ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তি, শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে।

রাজ্যের জন্য আজ একটি গর্বের দিন এবং আজকের এই আয়োজন আগামী প্রজন্মের কাছে শৃঙ্খলা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও উৎকর্ষতার বার্তা বহন করবে। আজ আগরতলা নেতাজী সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টারে (এন.এসআর.সি.সি.) ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০২৫-২৬ এর অনূর্ধ-১৭ বালক বিভাগের যোগাসন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ও স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই জাতীয় স্তরের ক্রীড়ার আয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ও স্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্রীড়াবিদ, কোচ ও কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যেকে অনুর্ধ-১৭ বালক যোগাসন বিভাগে ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসজি.এফ.আই.)-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই ধরনের জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুধু প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যোগাসন দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তাও গড়ে তোলে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক যোগা দিবস সারা বিশ্বে ২১ জুন পালিত হয়ে আসছে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইতিবাচক উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের যোগা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। যোগ ব্যায়াম বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করা ভারতের এক অমূল্য উপহার এবং যা আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতায় দেশের ৩৫টি রাজ্য থেকে প্রায় ৩৫০ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবেন। এই তরুণ প্রতিভাদের সমাবেশ ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের এবং রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় স্তরের অনেক ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

তিনি আরও বলেন, যোগাসন এবং খেলাধুলা শিশুর সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের মতো মূল্যবোধ গড়ে উঠতে সহায়তা করে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। যোগার উন্নয়নেও রাজ্য সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা সুনামও অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস যোগাসন প্রতিযোগিতার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্রীড়া মনোভাবাপন্ন। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতা ত্রিপুরাতে আয়োজন রাজ্যের জন্য একটি গর্বের বিষয়। রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে এবং ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরের অনেক খেলার আয়োজন ত্রিপুরাতে হয়েছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। তিনি আশা ব্যক্ত করেন ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস যোগাসন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা ভালো ফলাফল করবে।

ধন্যবাদসূচক বক্তব্যে ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী বলেন, যোগা আমাদের দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য। যোগা আমাদের জীবনশৈলি পরিবর্তনে সহায়তা করে। আমাদের সঠিক রাস্তা দেখায়। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগীদের আগমন এই প্রতিযোগিতাকে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা বহন করে। রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্রীড়ার উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও রাজ্যে তথা জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করছেন। তিনি প্রতিযোগিতার সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল, ডার্লং, ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ।

সড়ক সুরক্ষা অভিযান: জানুয়ারি মাসকে জিরো ফ্যাটেলিটি মাস ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তর "সড়ক সুরক্ষা অভিযান"-এর অঙ্গ হিসেবে জানুয়ারি ২০২৬ কে জিরো ফ্যাটেলিটি মাস হিসেবে ঘোষনা করেছে। এই উদ্যোগের পিছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রচার করা যে, নির্দিষ্ট তথ্য নির্ভর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ ও কমানো যায়। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক সেইভ লাইফ ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে জিরো ফ্যাটেলিটি মাস উদযাপনে রাজ্যগুলিকে টেকনিক্যাল সহায়তা দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, সেইভ লাইফ ফাউন্ডেশন তার কাজের মাধ্যমে সারা দেশে দুর্ঘটনা প্রবণ জায়গাগুলিতে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর হার ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ কমাতে সফল হয়েছে।

সমস্ত জেলা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মাধ্যমে এই চার সপ্তাহব্যাপী জিরো ফ্যাটলেটি মাস পালন করা হবে মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে। এগুলি হচ্ছে তথ্য নির্ভর ঝুঁকি চিহ্নিত করা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নজরদারি ও পর্যালোচনা। প্রতিটি জেলায় তিনটি সবচেয়ে বিপজ্জনক সড়ক করিডোর (কমপক্ষে ৫ কিমি পর্যন্ত) চিহ্নিত করা, দুর্ঘটনার সময়, রাস্তা ব্যবহারকারীদের মধ্যে কাদের বেশি ঝুঁকি রয়েছে, কি ধরনের দুর্ঘটনা হচ্ছে ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা এবং বেসলাইন ড্যাটার উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গতি নিয়ন্ত্রন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রাস্তায় মার্কিং করা সাইন বোর্ড, পথচারিদের জন্য আলাদা সুবিধা, লাইটিং, ডিভাইডার লাগানো, মেডিয়ান গ্যাপ ট্রিটমেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, জংশনগুলির উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থার মধ্যে আরো রয়েছে মদত্ত হয়ে গাড়ি চালানো, বেশি গতিতে ড্রাইভিং, ভুল সাইডে ড্রাইভিং, সিট বেল্ট ও হেলমেট ছাড়া ড্রাইভিং প্রতিরোধ করা, দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকার কাছাকাছি

তীর্থমুখে পৌষমেলা উপলক্ষে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষে গতকাল তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গনে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ২ দিনব্যাপী তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তির মেলা হল রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী মেলা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা ছাড়াও উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে পুণ্যার্থীরা এই মেলায় আসেন। তিনি এই মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সকল দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি"র সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য ডলি রিয়াং, গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক সঞ্জিৎ দেববর্মা, গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেশাই রুস্কিকেশ জয়সিং করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, করবুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, সমাজসেবী অতিন্দ্র রিয়াং, অসীম ত্রিপুরা, ভাস্কর ভট্টাচার্য, বিশাল দেববর্মা, সুশিল রিয়াং প্রমুখ।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসবের মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠান

১৮ই নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কলকাতা এবং ত্রিপুরার সমস্ত শোরুমে "শুভ বিবাহ উৎসব" উদযাপিত হয়। ৪৪ দিন ধরে চলা এই বিশেষ উৎসবে যে সব গ্রাহকরা কেনাকাটার করার জন্য কুপন পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকেই সংস্থার ধর্মনগর শোরুমে মেগা লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে জ্জ সিমলা, গোয়া ও জয়পুর ভ্রমণের লাকি ড্রয়ের বিজেতাদের আগেই এক অনুষ্ঠানে বেছে নেওয়া হয়েছিলো।

সেই উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসিকা শ্রীমতি চাঁদনী চন্দ্রন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর রূপক সাহা জ্জ তারা শুভ বিবাহ উৎসবের মেগা লাকি ড্রয়ের বিজয়ী কে বেছে নেন।

এবারের মেগা লাকি ড্রয়ের বিজয়ী গ্রাহক হলেন অস্মিতা সাহা (ঙ ১২৮৮)। "আজ এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত এবং ভাগ্যবান গ্রাহক এবং তার এক সঙ্গীকে ফুকেতে ছুটির আনন্দ উপভোগ করার জন্য শুভেচ্ছা কামনা করছি', বলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসিকা শ্রীমতি চাঁদনী চন্দ্রন উ তিনি আরও বলেন, 'আমি ধর্মনগর এবং উত্তর ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্সের আরও অনেক উপস্থাপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি'।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "প্রথমেই সবাইকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্জ এই বছরের "শুভ বিবাহ উৎসব" অসামান্য সাফল্য পেয়েছে। আমাদের সকল প্রিয় গ্রাহকদের ও রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই আয়োজনে পাশে থাকার জন্য ঊ" তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রিয় গ্রাহকদের সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের "শুভ বিবাহ উৎসব" এই বছর তার উনবিংশ বর্ষে পা রাখল এবং লাকি ড্র এবং মেগা ড্র সহ বিশেষ অফারটি হল সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক উপায়। আজ এখানে আমাদের সাথে থাকতে সম্মত হওয়ার জন্য আমরা শ্রীমতি চাঁদনী চন্দ্রন কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। ধর্মনগর এবং উত্তর ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে - আমাদের উৎকর্ষ সাধন এবং সিএসআর উদ্যোগ উপস্থাপনের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো'। শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকল কে অভিনন্দন জানানোর মধ্য দিয়ে সুন্দর অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজী জন্মজয়ন্তী, পূর্ণরাজ্য দিবস, পৌষ মেলা উপলক্ষে কুমারঘাটে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: কুমারঘাট মহকুমা ভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬-এর মূল অনুষ্ঠান এ বছর পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত হবে। সকাল নয়টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি মহকুমায় উদযাপিত হবে। এ উপলক্ষে গতকাল কুমারঘাট পঞ্চায়েত কমিটির কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাসের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শংকর দেব, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উৎপলেন্দু দেবনাথ সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও সমাজসেবীগণ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ২৬ জানুয়ারি একটি প্রভাতফেরি কুমারঘাট পুর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। সকাল ৭টায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৯টায় পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আরক্ষা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ও প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখার পর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহণে দেশাত্মবোধক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। ঐদিন সন্ধ্যায় গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভায় পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপনের বিষয়েও আলোচনা হয়। ফটিকরায়ে নজরুল কলাকেন্দ্রে ২১ জানুয়ারি আয়োজিত হবে পূর্ণরাজ্য দিবস অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ওপেন ক্যুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এছাড়া ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কুমারঘাটের নেতাজী চৌমুহনীতে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে ও ফটিকরায়ের নেতাজী মূর্তির সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলিকে সামনে রেখে ২০ থেকে ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন জায়গা, সরকারি অফিস আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে।

সভায় আগামী ৯-১৩ জানুয়ারি কুমারঘাটের পূর্ত ময়দানে পৌষ মেলার আয়োজনের পর্যালোচনাও করা হয়। পৌষ মেলায় পিঠা-পুলি সহ স্বসহায়ক দলের বিভিন্ন রকমারি পসরার স্টল খোলা হবে। মেলায় বাউল সঙ্গীত, ধামাইল প্রতিযোগিতা সহ প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ১২ জানুয়ারি মেলার বিশেষ আকর্ষণ হল বলিউডের প্লেব্যাক সিঙ্গার অরুনিতা কাঞ্জিলালের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের রাষ্ট্রীয় উৎসব। জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস, পূর্ণরাজ্য দিবস ও নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদযাপনের জন্য সকলকে দেশ প্রেম, ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পৌষ মেলার মাধ্যমে জাতি-জনজাতি মানুষের সংস্কৃতিকে আরও উর্দ্ধে তুলে ধরা যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এঞ্জেল চাকমার বাড়িতে নর্থ ইস্ট যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল, ভিডিও কলে খোঁজ নিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু চিব

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: আজ নর্থ ইস্ট যুব কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল এঞ্জেল চাকমার বাড়িতে গিয়ে তাঁর ও তাঁর পরিবারের খোঁজখবর নেয়। ওই সময় সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি উদয় ভানু চিব ভিডিও কলে এঞ্জেল চাকমার পিতার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর সদগতি কামনা করেন।

প্রতিনিধি দলে নর্থ ইস্ট যুব কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ও রাজ্য যুব কংগ্রেসের একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এঞ্জেল চাকমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং যে কোনও প্রয়োজনে কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস সর্বতোভাবে পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীলকমল সাহা বলেন, বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ৯ ডিসেম্বর সংঘটিত ভয়ংকর হামলার পর গত ২৬ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হলো ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার মাছমারার কৃতি আদিবাসী ছাত্র এঞ্জেল চাকমার। ওই ঘটনায় তার ছোট ভাই মাইকেল চাকমাও গুরুতর আহত হয়েছেন।

এদিন নীলকমল সাহা নিহত এঞ্জেল চাকমার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এ ধরনের উগ্র হিন্দুত্ববাদী আক্রমণের জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সফল জটিল প্রসব, জন্ম নিল যমজ পুত্র সন্তান

চড়িলাম, ৩ জানুয়ারি: বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক জটিল ও ব্যতিক্রমী প্রসব সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। শুক্রবার আনুমানিক সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ চড়িলাম বংশি বাড়ি সুতারমুড়ার বাসিন্দা বিনয় দেববর্মার স্ত্রী ইন্দ্রকন্যা দেববর্মা (৩৫) তীব্র প্রসব যন্ত্রণায় হাসপাতালে আসেন।

প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক রোগীর আত্মীয়-পরিজনদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে চরম আর্থিক অনটনের কারণে বিষয়টি শুনে ইন্দ্রকন্যা দেববর্মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, তাঁদের আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল যে উন্নত চিকিৎসার ব্যয় বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

পরিবারের পরামর্শক্রমে গভীর রাত প্রায় বারোটা নাগাদ বিনয় দেববর্মা তাঁর স্ত্রীকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করান। এরপর শুরু হয় চিকিৎসকদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। কিছু সময় পর ইন্দ্রকন্যা দেববর্মা একটি সুস্থ ও ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। প্রথম শিশুটির ওজন ছিল প্রায় ৩ কেজি।তবে এরপরই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা দেখতে পান, রোগীর গর্ভে আরও একটি সন্তান রয়েছে। পূর্বে কোনো সোনোগ্রাফি না হওয়ায় বিষয়টি চিকিৎসকদের কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল। কিছু সময়ের জন্য উদ্বেগ তৈরি হলেও চিকিৎসক দেববীর দাস পরিস্থিতি সামাল দেন।

অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও চিকিৎসক দেববীর দাসের অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষতা ও সাহসিকতায় পরবর্তী সময়ে আরও একটি পুত্র সন্তানের সফল প্রসব হয়। দ্বিতীয় নবজাতকের ওজন ছিল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। সফল এই প্রসবে মা ও দুই শিশুই নিরাপদ থাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সকলেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এর আগেও একাধিকবার এ ধরনের জটিল ও ব্যতিক্রমী প্রসব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়।

বর্তমানে ইন্দ্রকন্যা দেববর্মা ও তাঁর দুই পুত্র সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে চিকিৎসক দেববীর দাস সাংবাদিকদের জানান। তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই জটিল পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে বিনয় দেববর্মা, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসক দেববীর দাস, সিনিয়র নার্স পূরবী দেবনাথ সহ বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাঁজা চাষীদের কান্না সোনামুড়ায়, ব্যাপক অভিযানে কয়েক লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি: গাঁজা বাগান ধ্বংসের অভিযান অন্যান্য দিনের মতোই আরও জোরদারভাবে চালিয়ে যাচ্ছে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ। শনিবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে শুরু হয় ব্যাপক অভিযান, যার ফলে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন গাঁজা চাষিরা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস সহ জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অভিযানে অংশ নেয় টিএসআর-এর একাধিক কোম্পানি এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জন জওয়ান এই অভিযানে অংশ নেন।

পাষানিয়া মোড়া, কলমচৌড়া সহ সোনামুড়া সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বনদপ্তরের খাস জমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা একাধিক গাঁজা বাগানে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে কয়েক লক্ষ গাঁজা গাছ কেটে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বলে খবর লেখা পর্যন্ত জানা গেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অভিযান বিকাল পর্যন্ত চলবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত কয়েক বছরে এমন ব্যাপক হারে গাঁজা গাছ ধ্বংসের অভিযান সিপাহীজলা জেলায় দেখা যায়নি। চলতি বছরে পুলিশের এই কঠোর পদক্ষেপে গাঁজা চাষিরা রীতিমতো হতবাক হয়ে পড়েছেন। অনেক চাষিই তাঁদের সারা বছরের অবৈধ বিনিয়োগ মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন।

জেলা পুলিশের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, চলতি বছরে সিপাহীজলা জেলায় কোনও গাঁজা বাগান অক্ষত রাখা হবে না। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সমস্ত গাঁজা বাগান চিহ্নিত করে কেটে ধ্বংস করা হবে। মাদকমুক্ত জেলা গড়ে তুলতেই এই অভিযান আরও ধারাবাহিক ও কঠোরভাবে চালানো হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, একই সঙ্গে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানে মাদক কারবারিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ওয়ার্ল কিংস টপ রেকর্ডস ২০২৫-এ নাম লেখালো শ্রীয়াংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ জানুয়ারি: ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নজির গড়ার পর এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে বিশ্ব মঞ্চে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে নিল ত্রিপুরার উত্তর জেলার ধর্মনগরের খুদে প্রতিভা শ্রীয়াংশ শাস্ত্রী। মাত্র ২৫ মাস বয়সেই পরপর এমন বিরল কৃতিত্ব অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে গোটা এলাকা যা উত্তর জেলার ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। মাত্র ১৮ মাস বয়সেই মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম নির্ভুলভাবে বলা এবং ২০টি পশুপাখি চিহ্নিত করার অসাধারণ দক্ষতার জন্য শ্রীয়াংশ লাভ করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এর মেডেল ও শংসাপত্র।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি এই খুদে বিস্ময়ের যাত্রা। এরপর ২৪ মাস বয়সে (দুই বছর) শ্রীয়াংশ অনায়াস দক্ষতায় তুলে ধরে মোট ৩৬টি কনটেন্ট যার মধ্যে রয়েছে---মাইথোলজি বিষয়ক জ্ঞান,৩৬টি পশুপাখির নাম, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য ও তাদের রাজধানীর নাম ইত্যাদি।এই অভাবনীয় প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে শ্রীয়াংশ স্থান পায় ওয়ার্ল কিংস টপ রেকর্ডস ২০২৫-এ (ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এর অন্তর্ভুক্ত)। সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে প্রদান করা হয় মেডেল, শংসাপত্র, সার্টিফিকেট ও স্মারক কলম।

ধর্মনগর শহরের চন্দ্রপুর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ পল্লী এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিত শাস্ত্রী ও স্বপ্না দাসের একমাত্র সন্তান শ্রীয়াংশ। বয়স সবে ২৫ মাস, অথচ এই অল্প বয়সেই তার প্রতিভা পৌঁছে গেছে জাতীয় স্বীকৃতির মঞ্চে। শ্রীয়াংশের বাবা বিশ্বজিত শাস্ত্রী জানান, "মাত্র ১৩ মাস বয়স থেকেই ছেলে এসব বিষয় অনায়াসে বলতে ও চিনতে পারত। তার প্রতিভা দেখে আমরা ২০২৫ সালের ১৩ এপ্রিল, ১৮ মাস বয়সে প্রথমবার ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে আবেদন করি। এরপর ২৮ এপ্রিল সংস্থা থেকে মেডেল ও শংসাপত্র পাই।"

তিনি আরও জানান, "২৪ মাস বয়সে, গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবারও ছেলের কৃতিত্ব তুলে ধরি। এর ফলস্বরূপ ১৯ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ার্ল কিংস টপ রেকর্ডস ২০২৫-এ স্থান পায় শ্রীয়াংশ। যদিও আধার কার্ড সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ওয়ার্ল র‍্যাঙ্কিংয়ে নাম ওঠেনি।" মাত্র ২৫ মাস বয়সে পরপর দুটি বড় স্বীকৃতি উত্তর জেলার ধর্মনগরের একটি গ্রামীণ এলাকা থেকে এমন সাফল্য এই প্রথম। শ্রীয়াংশের কৃতিত্বে গর্বিত তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বাবা-মা জানান,

"ছেলের প্রতিভাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেই আমাদের সব প্রচেষ্টা।"খুদে শ্রীয়াংশের এই সাফল্যে এখন খুশির জোয়ার গোটা ধর্মনগর জুড়ে। অনেকেই মনে করছেন আগামী দিনে এই ছোট্ট প্রতিভাই একদিন ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করবে বিশ্বদরবারে।

খোয়াই জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার সহ-সভাপতি অজিত দেবনাথের আকস্মিক প্রয়াণ, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ জানুয়ারি: খোয়াই জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার সহ-সভাপতি অজিত দেবনাথের আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। রেখে গিয়েছেন দুই সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও সহকর্মীকে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাড়াও উনার বাড়িতে যান বিজেপি কৃষ্ণপুর মন্দির সহ-সভাপতি গোপাল দাস, মহিলা মোর্চার সভাপতি সবিতা দাসসহ বিজেপির একাংশ নেতৃত্বরা। মর্মান্তিক এই খবর পেয়েই তড়িঘড়ি চাকমা ঘাট এলাকায় প্রয়াত অজিত দেবনাথের বাসভবনে ছুটে যান জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীর সমবেদনা জানান তিনি। এই দুঃসময়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন মন্ত্রী।দলের একনিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে অজিত দেবনাথ খোয়াই জেলায় বিজেপি সংগঠনকে মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষ করে ওবিসি সমাজের মধ্যে সংগঠনের ভিত্তি শক্তিশালী করতে তাঁর অবদান দলীয় কর্মীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অজিত দেবনাথের প্রয়াণে কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকা সহ গোটা খোয়াই জেলার বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas